Contents

প্রথম বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

اللّٰه نزّل احسن الحديث

القرآن الحكيم ۳۹ : ۲۳

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক—মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

রবিউল-আউওয়াল—১[illegible] হিঃ

বিষয়—সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
১।	নবী যখন ছোট ছিলেন (কবিতা)	মোহাম্মদ আবুল হাশেম	১০৫
২।	বিশ্বস্ততম তফ্ছির	অধ্যাপক মুহম্মদ আদমুদ্দীন এম, এ,	১০৭
৩।	সভাপতির অভিভাষণ	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী	১১১
৪।	মহামানুষ নহেন, মহানবী	মোহাম্মদ আব্দুল জাব্বার	১১৯
৫।	শিক্ষার আদর্শ	মোহাম্মদ আব্দুর রহমান বি, এ, বি, টি,	১২৬
৬।	রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার প্রতি ঈমান	আল্ মোহাম্মদী	১৩
৭।	মুসলমানের সামাজিক জীবন ও কৃষ্টি—	সৈয়দ মোস্তফা আলী বি, এ,	১৩
৮।	তর্জুমানুল হাদিছ সম্বন্ধে অভিমত		১৪৩
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)		১৪৪
১০।	আল্লামা আবুল কাছেম বেণারসীর মহাপ্রয়াণে (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী	১৪৭
১১।	মুজতবা চরিতামৃত		১৪৮
১২।	চয়নিকা (সংবাদ চয়ন)		১৫০

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন"

স্বাধীন পাকিস্তানের প্রত্যেকটী নাগরিক এর ইহাই হউক জীবনের লক্ষ্য—

কিন্তু সর্ব্বনাশা ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশে সুস্থদেহ ও সুস্থমনের মানুষ হওয়া কি সম্ভব?

আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এই অসম্ভবও সম্ভব হইতে চলিয়াছে।—

কুইনো-ভিনা

ম্যালেরিয়া জ্বর সমূলে [illegible]ণ করে, দেহে তাজা রক্ত সঞ্চার করে এবং দুর্ব্বল শরীরে বল আনয়ন করে।

প্রত্যহ শত শত ডাক্তারের ব্যবস্থামত অসংখ্য ম্যালেরিয়া রোগী ইহা সেবনে নিরাময় হইতেছে।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগস্

এণ্ড

কেমিক্যাল্স্, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ || রবিউল-আউওয়াল, ১৩৬৯ হিজরী || তৃতীয় সংখ

নবী যখন ছোট ছিলেন।

মোহাম্মদ আবুল হাশেম।

নবী যখন ছোট্‌টো ছিল মাগো
আমার মতন ছোট
ফজর হ'লে বলতো কে তায়, মাগো
"সোণার খোকন ওঠো।"
সাঁঝ হলে কে বুকে নিয়ে
মুখে দিয়ে চুমো
বলতো "সোনা ঘুমো।"

তুমি তখন থাকতে যদি মাগো
নিতে না তায় ডেকে?
তোমার কোলে পূর্ণিমা চাঁদ দোলে
চোখ জুড়াত তাইনা দেখে দেখে।
মা, মণি গো, আমার এতিম নবী
বলছে যেন আজ—
"আমি আছি, আছি ওরে
সব এতিমের মাঝ"

নবী যখন ছোট্‌টো ছিল মাগো
ছোট আমার মত
মেষ চারণে সংগে তাহার যেতো
পাড়ার ছেলে যত,
কতই খুশী হ'তো তারা সবে
ভাবতো মনে চাঁদ পেয়েছে হাতে
আমার নবী আজো যে তাই মাগো
সকল শিশুর বুকে আসন পাতে।

মাগো, আমার নবী সোনার নবী
মিছে কথা কয়নি কোন দিন
তাইতো সবাই খাতির ক'রে তারে
আদর ভরে বলতো আল্‌আমিন।
আমিও মা বলবো নাকো মিছে
কেমন করে বলি?
সোণার নবীর ভাল বাসা যেচে
কেমন করে ছলি!

www.ahlehadeethbd.org

নবীর নাকি রাজগি ছিল বড়
ছিল তাহার বহুৎ হাতী ঘোড়া
তবু কেন থাকতো পাতার ঘরে ?
পরতো জামা হাজার তালির জোড়া?
হায়! তা'হলে আমি বল আজ
কেমন করে পরবো জরীর সাজ ?
পড়শী আমার পায়না কাপড় যেগো
পারেনা সে ঢাকতে তাহার লাজ।
আমার পাড়ার গরীব দুখীর মাঝে
নবীর ছবি আঁখির আগে জাগে
না মা, আমি পরবো না আর জামা
জরীর জামা পরতে শরম লাগে।

খাবার খেতে ডাকচো আমায় মাগো ?
সবুর কর যাই,
পাশের বাড়ীর পড়শী আমার যারা
না খেয়ে আজ নাই ?
নবী নাকি নিজের খোরাক দিয়ে
পরের খিদে করতে গিয়ে নাশ
বুকের নীচে পাথর বেঁধে নিয়ে
হাসি মুখেই করতো উপবাস ?
খাবার সময় যখন আসে মাগো
সেই ছবি মোর ভাসে আঁখির আগে,
কেমন করে খাবার খাব বল,
পাড়ার লোকে উপোষ যদি থাকে ?

www.ahlehadeethbd.org

تفسير القرآن
কোর্‌আনের ভাষ্য

বিশ্বস্ততম তফ্‌ছির

—পূর্বানুবৃত্তি

অধ্যাপক—মুহাম্মদ আদমুদ্দীন,
এম, এ।

৩৬। সূরা ইয়াসীন।

৩৩। الشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم —

সূর্য্য তাহার নির্দিষ্ট অবস্থান স্থলাভিমুখে গমন করে, উহাই মহান সর্বজ্ঞ আল্লাহর বিধান ৩৬ : ৩৮।

হযরত আবু যারর বলিতেছেন :—একদা আমি রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে সূর্যাস্তকালে মাসজিদে অবস্থান করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "আবু যারর তুমি কি জান সূর্য্য কোথায় অস্ত যায়?" আবু যারর বলিতেছেন, আমি বলিলাম, "আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ইহা উত্তমরূপে অবগত।" তিনি বলিলেন, ইহা গমন করিয়া আল্লাহর সিংহাসনের নিম্নে সেজদা করে ইহাই—

الشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم — আয়াতের তাৎপর্য্য।

৩৮। সূরা আস্‌সাদ।

৩৫। وقال رب اغفرلى وهب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ج انك انت الوهاب —

এবং (সোলায়মান আঃ) বলিলেন, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন একটি শক্তি (রাজ্য) প্রদান করুন যাহা আমার পরে আর কাহারও হইবে না, নিশ্চয়ই আপনি মহান প্রদাতা ৩৮ : ৬৫

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন রাসূলুল্লাহ দঃ) বলিয়াছেন, জিনদের মধ্যে একটি ইফরীত গত রাত্রে আমার নামাযে বাধা জন্মাইবার জন্য আসিয়াছিল। আল্লাহ আমাকে তাহাকে কাবু করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং আমি তাহাকে মাসজিদের থামের সহিত বাঁধিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিলাম যেন তোমরা সকলে প্রাতঃকালে তাহাকে দেখিতে পাও। সেই সময় আমার ভ্রাতা সোলায়মান (আঃ) এর প্রার্থনা "হে আমার প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন একটি শক্তি প্রদান কর যাহা আমার পরে আর কাহারও থাকিবেনা" আমার মনে পড়িল।

৩৯। সূরা আয্‌-যুমার।

৩৩। والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسمٰوٰت مطويٰت بيمينه سبحانه عما يشركون —

এবং কেয়ামতের দিন সম্পূর্ণ পৃথিবী তাঁহার মুঠার মধ্যে হইবে এবং আকাশসমূহ তাঁহার দক্ষিণহস্তে জড়ান অবস্থায় থাকিবে। তাহারা (কাফেরগণ) যে আল্লাহর অংশীদারে বিশ্বাস করে তাহা হইতে তিনি পবিত্র। ৩৯ : ৬৭।

হযরত আবু হোরায়রাহ বলিতেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে তাঁহার মুঠার মধ্যে লইবেন এবং আকাশকে দক্ষিণহস্তে জড়াইয়া লইবেন এবং বলিবেন, "আমিই (একমাত্র) সম্রাট! পৃথিবীর সম্রাটগণ (এখন) কোথায়?"

৪৫। সূরা আল-জাসীয়াহ।

৩৭ وما يهلكنا الا الدهر —

এবং কাল ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে ধ্বংস করেনা। ৪৫ : ২৪।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ বলেন, "আদমের পুত্র (মানুষ) আমাকে কষ্ট দেয়। সে কালকে (دهر) গালি দেয় অথচ আমিই কাল।

www.ahlehadeethbd.org

আমার হাতেই সমস্ত ব্যাপার। আমিই দিন রাত্রির পরিবর্তন সংঘটিত করি।"

৪৬। সূরা আল-আহ্কাফ।

৩৮। فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم – قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم –

তারপর যখন তাহারা দেখিল যে, উহা (সেই শাস্তি মেঘরূপে উত্থিত হইয়া) তাহাদের উপত্যকা সমূহের দিকে অগ্রসর হইতেছে তখন তাহারা বলিল এই মেঘ আমাদিগকে বৃষ্টি প্রদানকারী, (কখনই নহে) বরং উহা (সেই শাস্তি) যাহার জন্য তোমরা জলদী করিতেছ। উহা হইতেছে ঝটিকা যাহাতে তোমাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিহিত আছে। ৪৬ : ২৪।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিতেছেন, আমি কখনই রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে এরূপ ভাবে উচ্চ হাস্য করিতে দেখি নাই যাহাতে তাঁহার দাঁতের মাড়ী দেখা যায়; তিনি মুচকিয়া হাসিতেন। তিনি (হযরত আয়েশা রাঃ) আরও বলিতেছেন "যখন তিনি মেঘ দেখিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষ হইত।" তিনি (হযরত আয়েশা রাঃ) একদা তাঁহাকে বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন বৃষ্টির আশায় উৎফুল্ল হয়। আর আমি আপনাকে দেখি যে, যখন আপনি মেঘ দেখেন তখন আপনার চেহারার বিমর্ষতা লক্ষিত হয়।" তিনি বলিলেন, "হে আয়েশা উহাতে যদি শাস্তি নিহিত থাকে তবে তাহা হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে? পূর্ববর্তী জাতিরা ঝটিকাদ্বারা শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে অথচ তাহারা যখন (সেই) শাস্তি দেখিয়াছে তখন বলিয়াছে, উহা আমাদিগকে বৃষ্টি প্রদান করিবে।"

৪৯। সূরা আল-হোজোরাত।

৩৯। لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى الاية – তোমরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর স্বরের উপর তোমাদের স্বর উচ্চ করিওনা (তদপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিওনা)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিতেছেন একদা রাসূলুল্লাহ (দঃ) সাবেত ইবনে কায়ম (রাঃ) কে দেখিতে পাইলেন না। তখন এক ব্যক্তি বলিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ আমি তাঁহার সংবাদ আপনাকে জানাইব।" অতঃপর তিনি তাঁহার (সাবেত ইবনে কায়মের) নিকট গেলেন এবং দেখিলেন যে, তিনি স্বীয় গৃহে মাথা নিচু করিয়া বসিয়া আছেন। লোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অবস্থা কি?" তিনি বলিলেন যে, খুব খারাপ। তাঁহার (সাবেতের) স্বর রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর স্বরের উপর হইত। কাজেই তাঁহার সৎকার্য্য সমূহ বাতেল হইয়াছে এবং তিনি (পরকালে) দোজখের অধিবাসী (হইবেন), তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আসিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিলেন .....তিনি (রাসূলুল্লাহ দঃ) বলিলেন, "তুমি তাঁহার নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল, তুমি দোজখের অধিবাসী নহ, বরং বেহেশ্‌তের অধিবাসী।"

৫০ সূরা কাফ।

৪০। وتقول هل من مزيد –

এবং (দোযখ) বলিবে আরও আছে কি? ৫০ : ৩০।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিতেছেন রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, পাপীগণকে যত বারই দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে দোযখ ততবারই বলিবে, "আরও আছে কি?" অবশেষে আল্লাহ তাঁহার পা প্রবেশ করাইয়া দিবেন, তখন উহা বলিবে, "যথেষ্ট হইয়াছে! যথেষ্ট হইয়াছে।"

৪১। وسبح بحمد ربك قبل طلوع الفجر وقبل الغروب -

এবং তোমার প্রভুর প্রশংসা কীর্তন কর উষার উদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।

জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বলিতেছেন, একদা রাত্রিকালে আমরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি চতুর্দশীর চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুকে যেরূপ ভাবে এই চন্দ্রকে

www.ahlehadeethbd.org

দেখিতে পাইতেছ সেইরূপ দেখিতে পাইবে। তোমাদের তাঁহাকে দর্শন কিছুদ্বারাই বাধা প্রাপ্ত হইবেনা, অতএব যদি তোমরা অনিবার্য্য কারণে বাধা প্রাপ্ত না হও তবে উষার উদয়ের প্রাক্কালের (ফজরের) নামায এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ববর্তী (আসরের) নামায নিশ্চয়ই সমাধা করিবে" অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, "এবং তোমার প্রভুর প্রশংসা কীর্তন কর উষার উদয়ের প্রাক্কালে এবং সূর্য্যাস্তের পূর্বে।"

৫৩। সূরা আন্ নাজম

৪২। فاسجدوا لله واعبدوه — অতএব আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা কর এবং তাঁহারই দাসত্ব স্বীকার কর। ৫৩ : ৬২।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) এই আয়াত পাঠ করিয়া সেজদা করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সমস্ত মোশরেকগণ, জিন মানব সকলেই সেজদা করিল।

৫৫ সূরা আর্-রাহমান।

৬৩। ومن دونهما جنتان — ঐ দুইটি (বেহেশ্‌ত) ছাড়াও আরও দুইটি বেহেশ্‌ত আছে। ৫৫ : ৬২।

আবদুল্লাহ ইব্‌নে কায়াল বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "রৌপ্য নির্মিত তৈজস-পত্র বিশিষ্ট দুইটি বেহেশ্‌ত এবং স্বর্ণ-নির্মিত তৈজস-পত্র বিশিষ্ট দুইটি বেহেশ্‌ত আছে। বেহেশ্‌তে মানুষ এবং তাহাদের প্রভুর দর্শনের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার মহত্বের চাদর ব্যতীত আর কিছুই নাই।

৪৪। حور مقصورات فى الخيام — কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু বিশিষ্টা সুন্দরীগণ যাহারা তাঁবু সমূহের মধ্যে সুরক্ষিতা।

আবু মূসা আশ'আরী বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তে ৬০মীল দীর্ঘ প্রশস্ত মুক্তা নির্মিত একটি বিরাট শূন্য তাঁবু থাকিবে। উহার অধিবাসীগণ একে অপরকে দেখিতে পাইবেন। মুমিনগণ উহাতে গমনাগমন করিবেন। আর রৌপ্য নির্মিত তৈজস পত্র আসবাব বিশিষ্ট দুইটি বেহেশ্‌ত এবং অনুরূপ আরও দুইটি বেহেশ্‌ত থাকিবে। বেহেশ্‌তে মানুষ এবং তাহাদের প্রভুর দর্শনের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার মহত্বের চাদর ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না।

৫৬। সূরা আল ওয়াকে'আহ্।

৪৫। وظل ممدود — এবং বিস্তৃত ছায়ার শপথ। ৫৬ : ৩০।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশ্‌তে একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়ায় একজন অশ্বারোহী একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি তোমরা ইচ্ছাকর তবে পাঠ কর, "এবং বিস্তৃত ছায়ার শপথ।"

৬১। সূরা আস-সফফ্।

৬। يا تى من بعدى اسمه احمد — আমার পর যিনি আসিবেন তাঁহার নাম হইবে আহমদ। ৬১ : ৬।

জুবায়র ইব্‌নে মুৎয়েম বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমার কতকগুলি নাম আছে, আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ, আমি আল মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) যাহারদ্বারা আল্লাহ তা'আলা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করিবেন, আমি আল হাশের, কেননা মানুষ আমার পরই (কেয়ামতের দিন হিসাবের জন্য) উত্থিত হইবে এবং আমি (সকল পয়গম্বরের) পশ্চাতে আগমনকারী।

৬২। সূরা আল-জুমু'আহ্।

৪৭। واخرين منهم لما يلحقوا بهم — এবং তাহাদের মধ্য হইতে অপর লোক সকল যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। ৬২ : ৩।

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিতেছেন,—"একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট বসিয়াছিলাম, সেই সময় সূরা জুমুআহ্ ও

واخرين منهم لما يلحقوا بهم

আয়াত অবতীর্ণ হইল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

www.ahlehadeethbd.org

হে রাসুলুল্লাহ তাহারা (আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ) কে? তিনি তিন বার জিজ্ঞাসিত হইবার পূর্বে কোন উত্তর দিলেন না। সালমান আল্ ফারসী তথায় উপবিষ্ট ছিলেন; অতঃপর রাসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পবিত্র হস্ত সালমানের উপর রাখিলেন এবং বলিলেন, ঈমান যদি সুরাইয়াতে (সপ্তর্ষি মণ্ডলে) ও থাকিত তাহা হইলেও ইহাদের মধ্য হইতে লোকগণ অথবা কোন লোক উহা প্রাপ্ত হইত।

স্বরা আল্ কলম।

৪৮। عتل بعد ذلك زنيم –

নীচ তারপর হীনজাত। ৬৮ : ১৩।

হারেছা ইব্নে ওয়াহব আল খোযায়ী বলিতেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি কি তোমাদিগকে বেহেশ্ত বাসী কাহারা তাহা বলিব? তাহারা সকলেই দুর্বল এবং নিজকে দুর্বল বলিয়াই স্বীকার করে অথচ তাহারা যখন আল্লাহর নামে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তাহারা উহা প্রতিপালন করে। আর দোজখের অধিবাসী কাহারা তাহা কি তোমাদিগকে বলিব? তাহারা সকলেই অতি নীচ, তাহারা ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কারের সহিত পথ চলে।

৪৯। يوم يكشف عن ساق –

যে দিন জঙ্ঘা উন্মুক্ত হইবে। ৬৮ : ৪২।

হয্রত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিতেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের প্রভু জঙ্ঘা উন্মুক্ত করিবেন। তখন সমস্ত মুমিন পুরুষ এবং মুমিন স্ত্রী লোক সেজদা করিবেন। কেবল যাহারা পৃথিবীতে লোক দেখাইবার জন্য অথবা ইহকালে লোকের প্রশংসা শ্রবণার্থ সেজদা করিত তাহারা ব্যতীত। তাহারা সেজদা করিতে উদিত হইবে কিন্তু তাহাদের পৃষ্ঠ দেশ দৃঢ় (অনমনীয়) হওয়ায় উহা হইতে বিরত হইবে।

৭৮। স্বরা আন্নাবা।

৫০। يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا

যে দিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন তোমরা দলে দলে আসিবে। ৭৮ : ১৪।

হযরত আবু হোরায়রা বলিতেছেন, রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ।...... ...তিনি বলিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। তারপর যেমন উদ্ভিদ জন্মে সেই রূপ মানুষ মৃত্তিকা হইতে বহির্গত হইবে। মানুষের একটি অস্থি ব্যতীত আর সবই পচিয়া যাইবে। সেই অস্থিটি হইতেছে মেরুদণ্ডের সর্বশেষ অস্থি। উহা হইতে কেয়ামতের দিন মানুষ উত্থিত হইবে।

৮৪। স্বরা আল ইন্শিকাক।

৫১। فاما من اوتى كتابه بيمينه –
فسوف يحاسب حسابا يسيرا –

অতঃপর যাহার দক্ষিণ হস্তে তাহার কর্মলিপি প্রদত্ত হইবে, তাহার হিসাব সহজ হিসাব হইবে। ৮৪ : ৭৩৮।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিতেছেন, যে রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "(কঠোর ভাবে) যাহারই হিসাব করা হইবে সেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" আমি বলিলাম, হে রাসুলুল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট উৎসর্গ করুন, আল্লাহ তাআলা কি বলেন নাই যে, অতঃপর যাহার দক্ষিণ হস্তে তাহার কর্মলিপি প্রদত্ত হইবে তাহার হিসাব সহজ হিসাব হইবে? রাসুলুল্লাহ বলিলেন উহা দেখান মাত্র। তাঁহাদিগকে দেখান হইবে। কিন্তু যাহাকে কড়াকড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে সে ধ্বংস হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

সভাপতির অভিভাষণ

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দে আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের ইল্‌মি ছনদ ঃ—

হাদিছ শাস্ত্রের বিশ্বস্ত ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মশারেকুল আন্‌ওয়ারের সঙ্কলয়িতা লাহোরের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম হাছান বিনে মোহাম্মদ বিনে হাছান বিনে হায়দার-ছাগানি (৫৭৭-৬৫০ হিঃ) তাবাকাতের গ্রন্থ সমূহে উল্লিখিত বিশ্ব-বিশ্রুত পুরুষ। বাগ্দাদের খলিফাগণের দৌতকার্য্যে বহুবার দিল্লী গমনাগমন করেন। বাগ্দাদেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার হাদিছের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং নির্দ্দিষ্ট দলীয় অনুসরণের প্রতি অশ্রদ্ধার কথা তিনি তাঁহার গ্রন্থেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দের সহিত তাঁহার ইল্‌মি যোগাযোগের বিবরণ আমি বিশদরূপে অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার পরে পরেই অর্থাৎ শায়খুল ইছলাম ইমাম তকিউদ্দীন ইব্‌নে তায়মিয়াহর (৬৬১-৭২৮) সমসাময়িক আর একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন হিন্দী আহ্‌লেহাদিছ মুহাদ্দিছের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আল্লামা হাফিয আবুল খায়ের নজ্‌মুদ্দীন ছঈদ বিনে আবদুল্লাহ্ জালালী-দেহলভী- (৭১২-৭৪৯) ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়াহর ছাত্র ইমাম শম্‌ছুদ্দীন যহবী (৬৭৩-৭৪৮), হাফিয শমছুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহ্‌মদ বিনে আবদুল হাদী মক্‌দেছী (৭০৬-৭৪৪) প্রভৃতির উছতায ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রের ইমামরূপে যহবীর খ্যাতির কথা কাহারো অবিদিত নাই কিন্তু ইব্‌নে আবদুল হাদীও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, স্বীয় গুরু ইব্‌নে তায়মিয়াহকে সমর্থন করিয়া তিনি হাফিয তকিউদ্দীন ছুব্‌কির (৬৮৩-৭৫৬) বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। হাফিয আবুল ফয্‌ল যয়নুদ্দীন আবদুর রহিম ইরাকী (৭২৫-৮০৬) ইব্‌নে আবদুল হাদীর ছাত্র ছিলেন, আর ইরাকীর ছাত্র ছিলেন শায়খুল ইছলাম হাফিয শেহাবুদ্দীন আবুল ফয্‌ল আহ্‌মদ বিনে আলি বিনে হজ্‌র আছ্‌কালানি (৭৭৩-৮৫২)। ইব্‌নে হজরের দুইজন ছাত্র সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন, একজন হইতেছেন হাফিয শম্‌ছুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আবদুর রহমান ছাখাবী (৮৩১-৯০২), দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম শায়খুল ইছলাম আবু ইয়াহ্‌য়া যাকারিয়া বিনে মোহাম্মদ আন্‌ছারী (৮২৬-৯২৬ । কন্‌যুল উম্মাল নামক হাদিছ-কোষ (Cyclopaedia) সঙ্কলয়িতা যুগপ্রবর্ত্তক আল্লামা শায়খ ওলিউল্লাহ আলি বিনে হুছামুদ্দীন মুত্তাকি (৮৮৫-৯৭৫), ছাখাবীর ছাত্র এবং জৌনপুরের অধিবাসী ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট মযহবের (School) অনুসরণের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদিছকে সকল অবস্থায় অগ্রগণ্য করার রীতি জৌনপুরীর অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ ইমাম ইব্‌নে তায়মিয়াহর সমসাময়িক আর একজন পুরুষ সিংহ হিন্দভূমিতে প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছুল্‌তানুল মাশায়েখ আল্লামা শায়খ নিযামুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহ্‌মদ বিনে আলি, বুখারী, দেহলভী। ইনি সাধারণের নিকট নিযামুদ্দীন আওলিয়া নামে প্রসিদ্ধ। বাদায়ুন শহরে ৬৩৪ হিজরীর ছফর মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবিউল আউওয়াল তারিখে দিল্লীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গৌড়ের শায়খ ছিরাজুদ্দীন উছমান অন্যতম, শায়খ আলাউদ্দীন লাহোরী তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তদীয় পুত্র স্বনাম ধন্য শায়খ নূর কুৎবে আলম ৮১৩ হিজরীতে পাণ্ডুয়ায় পরলোকবাসী হন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জৌনপুরীর হিন্দী ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে শায়খ আবদুল হক দেহলভীর (৯৫৮-১০৫২) উস্তায শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব মুত্তাকি বুরহানপুরী—(——৯৩৬), হাদিছের শব্দকোষ মাজ্‌মাউল বিহার ও তয্‌কিরাতুল মওযুআৎ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ মোহাম্মদ তাহের পট্টনী, নহরওয়ালি (৯১৪-৯৮০) ও শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আলাউদ্দীন আহ্‌মদ নহরওয়ালি (——৯৮৮) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পট্টনী বিদ্‌আতের প্রতিরোধ করিতে গিয়া ঘাতকের হস্তে শহিদ হন। নহরওয়ালির দুইজন ছাত্র বিশেষ ভাবে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন, যথা: আল্লামা শায়খ আবুল মাআলি সিন্ধী (——১০৮৮) ও সুবর্ণ (আহ্‌মর) ছুফী আবদুল্লাহ বিনে মোল্লা ছাআদুল্লাহ লাহোরী। সুবর্ণ ছুফী ১০৮৩ হিজরীতে হেজায ভূমিতে পরলোক গমন করেন, তাঁহার ৪৯ বৎসর পূর্ব্বে মুজাদ্দিদে আল্‌ফুছ্‌ছানির বিয়োগ ঘটে। তাঁহার সহিত মুজাদ্দিদের সাক্ষাৎকারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আল্লামা মুজাদ্দিদের উচ্ছ্‌তায গণের মধ্যে আবদুর রহমান বিনে ফহদ্‌ মোল্লা কামালুদ্দীন কাশ্‌মিরী প্রভৃতির সহিত জৌনপুরী ছিল্‌ছিলার কোনরূপ যোগাযোগ ছিল কিনা, তাহাও আমার জানা নাই। মুজাদ্দিদের বাঙ্গালী শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে বর্দ্ধমানের শায়খ হামিদ মঙ্গল কোটী সমধিক প্রসিদ্ধ।

এ কথা বারম্বার বলা হইয়াছে যে, দলবন্দীর (মযহব) বেড়াজালকে ছিন্ন করিয়া বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত মুছলিম জাতিকে কোর্‌আন ও হাদিছের কেন্দ্রে এক মহাজাতিরূপে সমবেত করা আহলে হাদিছ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। প্রথম সহস্রক হইতে রাষ্ট্রীয় পতনের সাথে সাথে গতানুগতিকতা ও দলীয় গণ্ডীর প্রভাব মুছলমানগণের সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে এরূপ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়াছিল যে, শ্রেণীভেদ ও অন্ধ অনুসরণের বন্ধন কে অস্বীকার করার কথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ বিবেচিত হইত। ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে মান্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে প্রচলিত চারি মযহব:—হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর মধ্যে শুধু একটীকেই অবধারিতরূপে বরণ করিয়া লওয়া ওয়াজিব। যুগ প্রবর্ত্তক আলি মুত্তাকি মক্কায় যে দারুল হাদিছ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মুজাদ্দিদে আল্‌ফুছ্‌ছানি ছুন্নতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে সংস্কারের যে তূর্য্যধ্বনি করিয়াছিলেন, এতদুভয়ের কল্যাণে গতানুগতিকতা ও মযহবের জগদ্দল প্রস্তর দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ করে। ইল্‌মে হাদিছের পবিত্র পরশ লাভ করার ফলে তক্‌লিদ-ঊষর হিন্দ ভূমিতেও মাঝে মাঝে মুক্তি ও বিদ্রোহের ঝঙ্কার শুনা যাইতে থাকে।

শায়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে হজরের অপর ছাত্র যাকারিয়া আন্‌ছারী হাফিয নজ্‌মুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আহ্‌মদ আলগিতি, ছেকান্দারীর (৯১০ ৯৮৪) উচ্ছ্‌তায ছিলেন নজ্‌মুদ্দীনের দুইজন ছাত্র শায়খ শেহাবুদ্দীন আহ্‌মদ বিনে খলিল ছুব্‌কী ও আবুন্‌-নাজা' ছালিম বিনে মোহাম্মদ ছিন্‌হোরী সমধিক উল্লেখ যোগ্য। শায়খ ছুলতান বিনে আহ্‌মদ বিনে ছালামাহ বিনে ইছমাঈল মাযাহী আয্‌হারী ছুব্‌কীর এবং শায়খ শম্‌ছুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আলাউদ্দীন মিছরী, বাবলী (——১০৭৭) ছিন্‌হোরীর ছাত্র ছিলেন। জগত প্রসিদ্ধ আলেম, মদীনার স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ শায়খ জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ বিনে ছালেম বছ্‌রী (১০৪৯-১১৩৪) ও শায়খ আহমদ বিনে মোহাম্মদ নখ্‌লী বাবলীর বিশিষ্ট ছাত্র এবং বাবলী, মাযাহী ও সুবর্ণ ছুফী লাহোরী বিদ্যার ত্রিস্রোতা সঙ্গম লাভ করিয়াছিল আল্লামা শায়খ বুরহানুদ্দীন ইব্‌রাহিম বিনে হাছান বিনে শেহাবুদ্দীন কুর্দ্দীর (১০২৫-১১০২) ভিতর। ইব্‌রাহিম কুর্দ্দীর পুত্র আল্লামা শায়খ আবু তাহের মোহাম্মদ মাদানী (——১১৪৫) স্বীয় পিতা ও আবদুল্লাহ বিনে ছালেম বছ্‌রী ও শায়খ আহমদ নখ্‌লীর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। উত্তর কালে আবদুল্লাহ বিনে ছালেম বছ্‌রী ও আবু তাহের মদনীর ছাত্রবৃন্দই হেজায, নজ্‌দ, ইয়ামান ও হিন্দুভূমিতে নবযুগের রচয়িতা

www.ahlehadeethbd.org

ও আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের অগ্রনায়কে পরিণত হইয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ বিনে ছালেম বছ্‌রীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ হায়াৎ সিন্ধী (——১১৬৩), বুখারীর টীকা লেখক আল্লামা শায়খ আবুল হাছান নূরুদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আবদুল হাদী সিন্ধী (——১১৩৯) ও আলহাজ শায়খ মোহাম্মদ আফ্‌যল ছিয়ালকোটী বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারক ও আহ্‌লেহাদিছ ইমাম ছৈয়দ মোহাম্মদ বিনে ইছ্‌মাঈল ছালাহ ছান্‌আনি (১০৯৯-১১৮২) ও হিন্দের আহ্‌লে-হাদিছ ইমাম, হুজ্জাতুল ইছলাম শায়খ আহ্‌মদ ওলিউল্লাহ কুত্‌বুদ্দীন বিনে আবদুর রহিম দেহলভী (১১১৪-১১৭৬) আবদুল্লাহ বিনে ছালেম ও আবু তাহের মাদানী উভয়ের ছাত্র ছিলেন। মোহাম্মদ বিনে ইছমাঈল আবুল হাছান সিন্ধীর নিকট হইতেও বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ হায়াৎ সিন্ধীর ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে সুকবি ও মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ ফাখের ইলাহাবাদী (১১২০-১১৬৪), নজ্‌দের বহু বিশ্রুত ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব নজ্‌দী, তমিমি (১১১৫-১১৭৯) ও ইয়ামানের আল্লামা ছৈয়দ আবদুল কাদের বিনে আহ্‌মদ বিনে আবদুল কাদের বিন আন্‌নাছের বিনে আবদুররব ছান্‌আনি (১১৩৫-১২০৭) ইছ্‌লাম জগতে নবযুগের দীপালী সদৃশ্য।

আলহাজ শায়খ মোহাম্মদ আফ্‌যল ছিয়াল-কোটীর ছাত্র ছিলেন আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পাণিপথীর দীক্ষাগুরু হিন্দ গৌরব মীর্‌যা মযহর জানে জাঁ বিনে মীর্‌যা জান দেহলভী।

আল্লামা ছৈয়দ আবদুল কাদের ছান্‌আনি ইয়ামানের আহলে হাদিছগণের ইমাম বিখ্যাত অছুলী ও মুহাদ্দিছ সুপ্রসিদ্ধ ফিক্‌হুল হাদিছ নায়লুল্‌ আওতার ও আছ্‌ছায়লুল্‌ জার্‌রার এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা মোহাম্মদ বিনে আলি শওকানির (১১৭৩-১২৫০) উছ্‌তাযগণের অন্যতম। হিন্দের আহ্‌লেহাদিছ শিক্ষকগণের নিকট হইতে তাঁহার উছ্‌তায যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উপযুক্ত অধিকারী ও ধারক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে হিন্দের আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলন তাঁহার প্রদত্ত প্রেরণায় কি ভাবে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরেই জানা যাইবে।

হুজ্জাতুল ইছ্‌লাম আহমদ ওলিউল্লাহ দেহ-লভীর বিরাট শিষ্যবাহিনীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য: তদীয় পুত্রগণ, যথা শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিছ (১১৫৯-১২৩৯), শাহ রফিউদ্দীন (——১২৪৯), শাহ আবদুল কাদের (——১২৪২), শাহ আবদুল গণি (——১২২৭), কাযী ছানাউল্লাহ মযহরী পাণিপথী (——১২২৫), আরবী শব্দকোষ তাজুল উরুছের সঙ্কলয়িতা ছৈয়দ মুর্ত্তযা বেলগ্রামী, যবিদী (ইনি শায়খ মোহাম্মদ ফাখের ইলাহাবাদী এবং ছৈয়দ আবদুল কাদের ছান্‌আনিরও ছাত্র ছিলেন, এই সূত্রে ইমাম শওকানির সহাধ্যায়ী ভ্রাতা হইতেন। ১২ শত হিজরীর পর মিছরে পরলোক গমন করেন), দেরাছাতুল্‌লবিব গ্রন্থ প্রণেতা খওয়াজা মোহাম্মদ মুঈন সিন্ধী, শায়খ মোহাম্মদ আমিন ফুল্‌তী (ইনি শাহ ছাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশেষ ভক্ত ছিলেন তাঁহার অনুরোধ ক্রমেই শাহ ছাহেব তাঁহার অমর গ্রন্থ 'হুজ্‌জাতুললাহিল বালেগাহ' রচনা করিয়াছিলেন) শায়খ রফিউদ্দীন মুরাদাবাদী, মওলানা খায়েরুদ্দীন ছুরতী, শায়খ জারুল্লাহ বিনে আবদুর রহিম লাহোরী—মাদানী, ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু ছঈদ ব্রেলভী (আমির ছৈয়দ আহ্‌মদ ব্রেলভীর পিতামহ)।

মুছ্‌নাদুল হিন্দ, ইমামুল মুফাছ্‌ছেরীন শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তরজুমানুন কোর্‌আন শাহ রফিউদ্দীন, ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাদ্দিদে ইছলাম আল্লামা মোহাম্মদ ইছমাঈল শহিদ (১১৯৩-১২৪৬), আমিরুল মোমেনিন ছৈয়দ আহ্‌মদ ব্রেলভী—

www.ahlehadeethbd.org

(১২০১-১২৪৬), ভাগিনেয় আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মোহাম্মদ ইছহাক (১১৯২-১২৬২), শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব (——১২৮৩), শাহ আবদুল হাই বোরহানপুরী (——১২৪৩), মুফ্তী ছদরুদ্দীন খান দেহলভী (——১২৮৫), মীর মহবুব আলী দেহলভী, ছৈয়দ আবদুল খালেক, শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী, মওলানা খুররম আলি, ছৈয়দ হায়দর আলি রামপুরী মুজাহেদ, মওলানা মোহাম্মদ আলি রামপুরী মুজাহেদ, মুজাদ্দিদে আল্ফ্ছ্ছানির প্রোপৌত্র শাহ আবুছাঈদ, মওলানা ছালামতুল্লাহ বাদায়ুনি, মওলানা ছৈয়দ আওলাদ হাছান কেন্নোজী (১২১০-১২৫৩), শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ বানারসী (১২০৬-১২৮৬), আল্লামা আছাদ আলি চট্টগ্রামী ও মওলানা ইমামুদ্দীন (নোয়াখালীর হাজীপুর, ছাআদুল্লাপুর নিবাসী) বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মুজাদ্দিদে ইছলাম, আল্লামা ইছমাঈলের সমস্ত জীবন সক্রিয় রাজনীতি চর্চ্চা এবং জিহাদের কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া ছাত্রবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্র বৃন্দের মধ্যে শহিদের বেশ্যাপল্লীর তব্লীগের সহচর মওলানা আবদুছ্ছামাদ বাঙ্গালী ও নওশহরা যুদ্ধের শহিদ হযরত বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী কোন্ স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাঁহারা ছাড়া আল্লামা শহিদের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বর্দ্ধমানের আল্লামা যিল্লুর রহিম মঙ্গলকোটী ও পাটনার ছাদিকপুরের অধিবাসী কুৎবুল মিল্লতে ওয়াদ্দীন মওলানা বিলায়েত আলি (১২০৫-১২৬৯) বিনে ফতহে আলি বিনে ওয়ারিছ আলি বিনে মোল্লা মোহাম্মদ ছঈদ বিনে কাযী আহমদুল্লাহ সমধিক উল্লেখযোগ্য। মওলানা বিলায়েত আলি বিহারের বিখ্যাত সাধক হযরত মখ্দুম ইয়াহ্য়া মুনায়রীর বংশধর।

আমির ছৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন অথবা তাঁহার মিশনের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ ছিল, তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁহার জীবনী লেখকগণ তদীয় বাঙ্গালী সহকর্ম্মী ও শিষ্যবৃন্দের আলোচনা এবং তাঁহাদের আত্মদান কাহিনী একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার পশ্চিম দেশীয় সহযোগী ও অনুচরগণ অপেক্ষা বাঙ্গালার মন্ত্র-শিষ্য ও অনুসারীগণের বেশী করিয়া উল্লেখ করিব।

মুজাদ্দিদ শহিদ, আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইছ্হাক দেহলভী, মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব, মওলানা আবদুল হাই, মওলানা বিলায়েৎ আলি, মওলানা ইনায়েৎ আলি, মওলানা মোহাম্মদ আলি, শায়খ হাবিবুল্লাহ কান্দাহারী (বর্ত্তমান মওলানা মোহাম্মদ দাউদ গয্নভী ছাহেবের পিতামহ মওলানা আবদুল্লাহ গয্নভীর উছতায), মওলানা হাজি ইম্দাদুল্লাহ (মওলানা রশিদ আহ্মদ গাঙ্গোহী ও মওলানা মাহ্মুদুল হাছান দেওবন্দীর মন্ত্রগুরু)।

মওলানা আবদুছ্ছামাদ বাঙ্গালী, হযরত বরকতুল্লাহ বাঙ্গালী (পাঞ্জাবের প্রথম জিহাদ নওশহরার শহিদ, ২০শে জামাদিল আউওয়াল, ১২৪২ হিঃ), আল্লামা যিল্লুর রহিম—বর্দ্ধমান, মওলানা ইমামুদ্দীন—নোয়াখালি, শাহ ছুফী নূর মোহাম্মদ, নিযামপুর-- চট্টগ্রাম, (ফুর্ফুরার পীর শাহ ছুফী আবুবক্‌র ছাহেবের মন্ত্রগুরু শাহ ছুফী ফতহে আলি ছাহেবের উছতায)। ছৈয়দ নিছার আলি, উর্ফে তিতু মীর—২৪পরগণা-চাঁদপুর, হায়দরপুর, মওলানা মন্ছুরুর রহমান বিনে আবদুল্লাহ বিনে নওয়াব জামালুদ্দীন আন্ছারী—ঢাকা (বংশালের মরহুম মওলানা আবদুল জব্বার আন্ছারীর পিতা), হাফিয জামালুদ্দীন—ঢাকা, বিরুয়া-কালিগঞ্জ, গাযী রহ্মুদ্দীন খান—২৪পরগণা, হাকিমপুর, মুন্শী মোহাম্মদ যামান—বর্দ্ধমান-চৌধরিয়া, মুন্শী আমিরুদ্দীন--কলিকাতা—বেলেঘাটা, হাজী ছুফী মোহাম্মদ হোছাইন—পাবনা, মওলানা ছিরাজুদ্দীন পাবনা-সিরাজগঞ্জ-শাহযাদপুর। হাফিয আমানতুল্লাহ, হাজি আযহারুদ্দীন, ছুফী ইন্আমুল হক, ছুফী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আযিযুদ্দীন, মওলানা আলিমুদ্দীন (কলিকাতার লোয়ার সারকুলার রোডের সঙ্গে তাঁহার নামীয় পথ সংযুক্ত আছে), মওলানা হাজী রহিমুদ্দীন, শাহ রছুল মোহাম্মদ ও হাফিয জামালুদ্দীন। ইঁহার নামে লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতায় একটি বড় মছজিদ আছে)। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বিশদ পরিচয় আমি উদ্ধার করিতে পারি নাই।

হিজায ভ্রমণের সময়ে হাফিযুল বুখারী আল্লামা শায়খ আহ্‌মদ বিনে ইদ্রিছ, আল হুছাইনি-আল ইদ্রিছী (১২১৪-১২৫৩), ছৈয়দ হাম্‌যা মক্কী, ছৈয়দ আকিল মক্কী, মুফ্‌তি শায়খ মোহাম্মদ বিনে উমর মক্কী, শায়খ উমর বিনে আবূহুর রছুল মুহাদ্দিছ মক্কী ছৈয়দ আহ্‌মদ হেলভীর হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিছ, মুজাদ্দিদ শহিদ ও আমির ছৈয়দ আহমদ শহিদের ছাত্র ও শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে বেনারসের আল্লামা শায়খ আবদুল হক বিনে ফযলুল্লাহ মোহাম্মদী মুহাদ্দিছ, পাটনার কুতবুল ইছলাম মওলানা বিলায়েৎ আলি ও ঢাকার আল্লামা শায়খ মনছুরুর রহমান তাঁহাদের আরব পরিভ্রমণের সময়ে আনুমানিক ১২৫০ হিজরীতে ইয়ামানে যান ও তদানিন্তন শ্রেষ্ঠতম অছুলী ও মুহাদ্দিছ এবং ইয়ামানের আহলে হাদিছগণের ইমাম মোহাম্মদ বিনে আলি শওকানির নিকট হাদিছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উচ্চ ছনদ লাভ করিতে সমর্থ হন। শায়খ আবদুল হককে ইমাম শওকানি যে ছনদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আত্‌হাফুল আকাবির,—বি ইছনাদিদ্‌ দাফাতির' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রসিদ্ধ।

হিন্দের আহলেহাদিছ আন্দোলনের সহিত ইয়ামানি প্রেরণার মণিকাঞ্চন যোগ সঙ্কীর্ণ চেতাগণের আদৌ মনঃপুত হয় নাই। কোন নামকরা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুকাল্লিদ আলেম এই বলিষ্ঠ সংযোগের দরুণ আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের পরবর্ত্তী পর্য্যায়কে যয়দী—নজদী-শিঈ আন্দোলন বলিয়া আখ্যায়িত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিছ, ছৈয়দ আহ্‌মদ আমির ও মুজাদ্দিদ শহিদের প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত ও তাঁহাদের আরব্ধ মিশনের ধারক দিগকে সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিয়া আর একটি ভুঁইফোড় ও নিষ্ক্রিয় দলের গুণ গানে ও তাহাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বন্ধুগণ, রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদিছের প্রতি অনুরাগ এবং আমল-বিল্‌হাদিছের অপরাধের জন্য আমরা সকল প্রকার গালাগালি প্রফুল্ল মনে শুনিতে প্রস্তুত আছি এবং ইমামুল আয়েম্মাহ শাফিঈর স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিতেছি:—

ان كان رفضا حب النبى محمد
فليشهد الثقلان انى رافضى !

وما املح ما قيل فى هذا المقام

به بدمستی سزد گر متهم سازد مرا ساقی
هنوز از بادهٔ پارینه ام پیمانه بو دارد !

বেদ্‌আতির দল শাহ ওলিউল্লাহ এবং তদীয় বংশধরগণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিছের দৃষ্টিশক্তি শৈশব কালেই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে চক্ষু একেবারেই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আপন কনিষ্ঠ সহোদর শাহ রফিউদ্দীনকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর তদীয় ভাগিনেয় আল্লামাতুল হিন্দ শাহ মোহাম্মদ ইছ্‌হাক বিনে শায়খ মোহাম্মদ আফযল ফারুকি মাতুলের শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একদিকে জিহাদের রিক্রুটমেণ্ট ও সাহায্যাদি সীমান্তে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিতেন এবং দিল্লীতে শাহ ওলিউল্লাহ ও শাহ আবদুল আযিযের আসনে বসিয়া হাদিছ তফছির ও ফেকহ শাস্ত্র শিক্ষাদান করিয়া সমাগত বিদ্যার্থিগণের পিপাসা নিবৃত্তি করিতেন। বালাকোটের হৃদয় বিদারক ঘটনার ঠিক ১২ বৎসর পর মওলানা বিলায়েৎ আলি ছাহেবের পরলোকগমনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১২৫৮ হিজরীতে দিল্লী ছাড়িয়া হিজাযে হিজরৎ করেন এবং মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.ahlehadeethbd.org

তাঁহার ছাত্র বাহিনীর মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব-মুহাজের, মুজাদ্দিদ শহিদের পুত্র শাহ মোহাম্মদ উমর, মওলানা কারামৎ আলি ইছরাঈলী, নওয়াব কুত্‌বুদ্দীন খান দেহলভী-(মিশ্‌কাতের উর্দ্দু অনুবাদক), স্যর ছৈয়দ আহ্‌মদ (আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা), শাহ ফয্‌লুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী (ইনি শাহ আবদুল আযিযের নিকটও বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন), মওলানা ইব্‌রাহিম নগর নহছভী, নওয়াব ছদ্‌রুদ্দীন খান (ইনিও শাহ আবদুল আযিযের ছাত্র ছিলেন) মওলানা আহমদ আলি ছাহারণপুরী—(বুখারীর টীকাকার), মওলানা বশিরুদ্দীন কেন্নোজী (ছাওয়াইকে ইলাহিয়া পুস্তকের রচয়িতা), মওলানা আবদুল্লাহ ইলাহাবাদী, শায়খ আবদুল্লাহ ছিরাজ মক্কী, শায়খ মোহাম্মদ বিনে নাছের আল্ হাযেমী এবং শায়খুল ইছ্‌লাম আল্লামা হাফিয ছৈয়দ মোহাম্মদ নাযির হোছায়ন মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দিছ ও শাহ মোহাম্মদ ইছ্‌হাক দেহলভীর অন্যতম ছাত্র নওয়াব ছদ্‌রুদ্দীন খান দেহলভী ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব আল্লামা ছৈয়দ ছিদ্দীক হাছান বিনে ছৈয়দ আওলাদ হাছান কেন্নোজীর উছ্‌তায ছিলেন ……।

শাহ ইছ্‌হাক দেহলভীর হিজ্‌রতের প্রাক্কালে আহলে হাদিছ আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। আল্লামা শহিদের সময় পর্য্যন্ত হিন্দভূমিতে দিল্লী এই আন্দোলনের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক বিষয় সমূহের, যেমন সীমান্তে অর্থ ও সৈন্য প্রেরণের কার্য্যাদি যেরূপ দিল্লী হইতে সমাধা করা হইত, তেমনি আন্দোলনের ইল্‌মি চর্চ্চার কেন্দ্রস্থলও দিল্লী ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে দিল্লীতে ইল্‌মি-চর্চ্চার কেন্দ্র রহিয়া গেল কিন্তু সক্রিয় রাজনীতির কেন্দ্র পাটনায় স্থানান্তরিত হইল। কেন এরূপ ঘটিল? তাহার কারণ আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু ভাঙ্গনের সূচনা যে শাহ ইছ্‌হাক ছাহেবের সময়েই দেখা দিয়াছিল, মওলানা বিলায়েৎ আলি ছাহেবের জীবদ্দশায় তাঁহার হিজ্‌রতের ব্যাপারে তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে

কুত্‌বুল ইছলাম মওলানা বিলায়েৎ আলি আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক শাখার (Active Politics) নেতা ছিলেন। আমির ছৈয়দ আহ্‌মদের শাহাদতের সময় তিনি হিন্দের দক্ষিণাংশে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালাকোটের দুর্ঘটনায় সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, একমাত্র তাঁহার তীক্ষ্ণজ্ঞান, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অসাধারণ ত্যাগের ফলে আবার আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে এবং বাঙ্গালা ও হিন্দের বিভিন্নস্থল হইতে লোকজন ও সাহায্যাদি সীমান্তে প্রেরিত হইতে আরম্ভ করে। মওলানা বিলায়েৎ আলি ছাহেবের সহকর্ম্মী ও অনুগামীগণের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

শাহ মোহাম্মদ ইছ্‌হাক দেহলভী, শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব দেহলভী, কনিষ্ঠভ্রাতা মওলানা গাযী ইনায়েৎ আলি (১২০৭-১২৭৪), মওলানা মোহাম্মদ আলি রামপুরী, মওলানা যয়েনুল আবেদিন অন্যতম ভ্রাতা মওলানা তালিব আলি, মওলানা ফর্‌হৎ হুছাইন—পাটনা (১২২৬-১২৭৪), জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা গাযী আবদুল্লাহ (১২৯৬-১৩২০), অন্যান্যপুত্রগণ যথা হেদায়তুল্লাহ আবদুর রহমান ও মওলানা আবদুল করিম (জন্ম ১২৫৫ হিঃ), ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা আবদুর রহিম আন্দামানের কয়েদী (১২৫১-১৩৪১), মওঃ আহ্‌মদুল্লাহ আন্দামানে মৃত্যু (১২২৩-১২৯৮), তদীয় ভ্রাতৃগণ যথা মওলানা ফৈয়ায আলি—সীমান্তের স্থানায় মৃত্যু (জন্ম ১২৩৩ হিঃ), মওলানা ইয়াহ্‌য়া আলি—আন্দামানে মৃত্যু (১২৪৩ হিঃ জন্ম, মৃত্যু ১৮৬৮ খৃঃ) মওলানা আকবর আলি, মওলানা জাআফর আলি থানেশ্বর-আন্দামানের কয়েদী, মওলানা যিল্লুর রহিম—বর্দ্ধমান, মওলানা বদিউয্ যামান—বর্দ্ধমান (কলিকাতা মিছরীগঞ্জ আহ্‌লে হাদিছ মছ্‌জিদের মুতাওয়াল্লি),

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা আবদুল জব্বার, কুমাশী (উক্ত মছজিদের ইমাম ও আন্দোলন সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহের মুদ্রাকর), জনাব মুফিজুদ্দীন খান—হাকিমপুর-২৪ পরগণা, জনাব মদন খান—ঐ, জনাব জলিল বখশ বিরুয়া-ঢাকা, মওলবী নূর মোহাম্মদ—ঐ, মওলানা মনছুরুর রহমান আনছারী—ঢাকা, মওলানা আযিমুদ্দীন—ঢাকা, মওলানা আমিরুদ্দীন নারায়ণপুর—মালদহ (আন্দামানের কয়েদী), মুন্‌শী আবদুল হাদী—পাবনা, মুঃ আবদুর রহমান খান—পাবনা, খন্দকার নজিবুল্লাহ—কেশর-রাজসাহী, মওলানা কারামতুল্লাহ—জামিরা-রাজশাহী, হাজি মনিরুদ্দীন --স্বপুরা-রাজশাহী, খওয়াজা আহমদ খলিফা--নদীয়া, জনাব মীরজান কাযী—কুমারখালি-নদীয়া (আম্বালা জেলে মৃত্যু), বখশু মণ্ডল শহীদ্—মেটেবুরুজ, কলিকাতা।

মওলানা বিলায়েৎ আলি ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল্লাহ ছাহেবের মৃত্যু অর্থাৎ ১৩২০ হিজরী পর্য্যন্ত আন্দোলনের সক্রিয় অংশের সহিত বাঙ্গালার যে সকল কৃতী সন্তান যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কে কে মওলানা বিলায়েৎ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই, তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় নাম উল্লেখ করিতেছি :—

মওলানা ইবরাহিম উর্‌ফে আফতাব খান শহিদ—হাকিমপুর-২৪ পরগনা, মওলানা আবদুল বারী ঐ, জনাব ইবরাহিম মণ্ডল—দুম্‌কা-মুর্শিদাবাদ, মওলবী রহিম বখশ খান—দিলালপুর-বগুড়া, মওলানা আবদুল হালিম ধনারুহা রংপুর, মওলানা আতাউল্লাহ রংপুর, জনাব মছউদ খান বগুড়া (আন্দামানের কয়েদী), জনাব আলে মোহাম্মদ তালুকদার--সোন্ধাবাড়ী বগুড়া, মওলানা আমিরুদ্দীন দওলৎপুর—সিরাজগঞ্জ, মওলানা ইবরাহিম—দেলদুয়ার-মোহাজেরে মক্কী, জনাব শাকুরুল্লাহ মিঞা—দাউদপুর—রংপুর, মওলবী আকরম আলি খান—দুয়ারী,—রাজশাহী, জনাব হাজী বদরুদ্দীন বংশাল-ঢাকা, জনাব আমির খান—কলিকাতা (আন্দামানের কয়েদী), জনাব আবদুল হামিদ খান, হাকিমপুর—২৪ পরগণা, জনাব মুআযযম ছর্দ্দার—ঘোনাসাতখিরা—খুলনা (আন্দামানের কয়েদী), জনাব তকি মোহাম্মদ খান শহিদ—বগুড়া, মওলানা আমিনুদ্দীন—বরিশাল—ঢাকা, মওলানা আবদুল কুদ্দুছ জুন্দীপুর—মালদহ—দিনাজপুর, মওলানা রহিমুল্লাহ-নখৈর-দিনাজপুর, মওলানা শাহ মোহাম্মদ—চিরিরবন্দর—দিনাজপুর মওলানা তরিকুল্লাহ—কালীতলা মুর্শিদাবাদ, আলহাজ নযিরুদ্দীন খান—উর্‌ফে জীবন খান—২৪ পরগণা (মুর্শিদাবাদ নিযামতের ছদ্‌রে আলা), খওয়াজা আহমদ খলিফা—নদীয়া, খন্দকার যবান আলি—পাবনা।

মওলানা বিলায়েত আলি ছাহেবের সময় হইতে মওলানা আবদুল্লাহ ছাহেবের মৃত্যু পর্য্যন্ত আহলে হাদিছ আন্দোলনের সক্রিয় বিভাগের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তিগণের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিয়াছি, যাঁহাদের নাম আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাঁহাদের সংখ্যানুপাতে এই তালিকা একান্তই অসম্পূর্ণ, যে দিন এই তালিকা পূর্ণ হইবে এবং তালিকার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকথা লিখিত হইবে, সেই দিন বাঙ্গালার আহলে হাদিছ আন্দোলনের ইতিহাসের এক অংশ সম্পূর্ণ হইবে। আমার জীবন কালে যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহার আশা নাই, "আহলেহাদিছ আন্দোলন" নামক পুস্তকে কিছু চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালার কেহই এই বিরাট কার্য্যে উদ্যোগী হন নাই। শিক্ষিত যুবক সন্তানরা এই পথে গবেষণা করিলে বাঙ্গালায় ইছ্‌লামি ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইবে।

আমির সৈয়দ আহমদ শহিদের অন্যতম খলিফা ও আল্লামা শহিদের ছাত্র মওলানা মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ মুর্শিদাবাদী ও মওলানা জিল্লুর রহিম মঙ্গলকোটীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রাজশাহী জামিরার মওলানা কারামতুল্লাহ, উক্ত যিলার কেশর গ্রামের অধিবাসী মওলবী খন্দকার আবদুর রহমান,

www.ahlehadeethbd.org

নদীয়ার খওয়াজা আহমদ খলিফা, মওলবী মোহাম্মদ ইব্‌রাহিম পোল্লাডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ ও মুন্‌শী ফছিহুদ্দীন—চাঁদঘর-নদীয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। পশ্চিম বঙ্গে মুর্শিদাবাদ যিলার নারায়ণপুর, মধ্য বঙ্গে ২৪ পরগণার হাকিমপুর, আর উত্তর বঙ্গে রাজশাহী আহলেহাদিছ আন্দোলনের পক্ষে তিনটি গুরুত্ব পূর্ণ স্থান। মওলানা গাযী এনায়েত আলি হাকিম পুরকেই তাঁহার মধ্য-বাঙ্গালার প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন আর মওলানা বিলায়েত আলির রাজশাহী যিলায় কর্ম্মকেন্দ্র ছিল রাজসাহী টাউনের স্বপুরা গ্রাম। যে রাজশাহীতে আজ নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলেহাদিছ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইতেছে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হইতে মওলানা বিলায়েত আলি ছাহেব কে দুইবার ১৪৪ ধারার সাহায্যে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

পরিশিষ্ট ঃ—

যে সময়ে এই অভিভাষণ লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে হিন্দের সহিত ইমাম ছাগানির ইল্‌মি যোগাযোগের সূত্র আমার অপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফল এই যে, তাঁহার অন্যতম ছাত্র ছিলেন শায়খ বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বলখী। ইনি ৬৮৭ হিজরীতে দিল্লীতে পরলোক বাসী হন। শায়খ বুরহানুদ্দীনের অন্যতম ছাত্র ছিলেন শায়খ কামালুদ্দীন যাহিদ (——৬৮৪), স্বনামধন্য আল্লামা খোওয়াজা নিযামুদ্দীন (আওলিয়া) ইঁহার নিকট হইতেই হাদিছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছাগানির মশারিকুল আন্‌ওয়ার খোওয়াজা ছাহেবের কণ্ঠস্থ ছিল।

মূল অভিভাষণে শায়খুল ইছলাম হাফিয ইব্‌নে-হজর আছকালানির যে দুই জন ছাত্রের সহিত হিন্দের আহলে হাদিছ আন্দোলনের ইল্‌মি ছনদ সংযুক্ত রহিয়াছে, কেবল তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে. কিন্তু উপরোক্ত আন্দোলনের আর একটী ছনদের কথা বলা হয় নাই। ইব্‌নে হজরের অন্যতম ছাত্র হাফিজ তকি উদ্দীন মোহাম্মদ বিনে আব্দুল্লাহ বিনে ফহদ মক্কী আলাব্বী (৭৮৭—৮৭১), যিনি হাফিয যহবীর তযকিরাতুল হুফ্‌ফাযের পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম ছাত্র ও পৌত্রের নাম হইতেছে আব্দুল আযিয ইয্‌যুদ্দীন বিনে উমর বিনে মোহাম্মদ (জন্ম ৮৫০)। তদীয় পুত্র ও ছাত্র মুহিবুদ্দীন আবুল ফয্‌ল বিনে আব্দুল আযিয (জন্ম ৮৯১) জারুল্লাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহারা সকলেই ইবনে ফহদ রূপে ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। জারুল্লাহর নিকটতম আত্মীয় আব্দুর রহমান বিনে আবিবক্‌র আহমদ বিনে মোহাম্মদ বিনে মোহাম্মদ আবুল ফর্জ বিন্নুল মুহিব বিনে ফহদ ৮৪১ হিজরীতে কালীকট্টে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৪ বৎসর বয়সে পিতার সহিত মক্কায় প্রস্থান করেন ও ৮৭৩ হিজরীতে মিছরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুজাদ্দিদ আল্‌ফ্‌ছ্‌ছানির জীবনী লেখকগণ আব্দুর রহমান বিনে ফহদকে হযরত মুজাদ্দিদের উস্তায বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এ কথা ঐতিহাসিক নিয়মে প্রমানিত নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মওলানা মোহাম্মদ ইছহাক এম, এ-পি, এচ, ডি হযরত মুজাদ্দিদের যে ছনদ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দেখাইয়াছেন, তাহাতে মুজাদ্দিদের অন্যতম শায়খ কাযী বহলুল বদখ্‌শীকে আব্দুর রহমান বিনে ফহদের ছাত্র রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু হাফিয ছাখাবীর চরিতাভিধান হইতে আমি যে আব্দুর রহমান বিনে ফহদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তিনিই যে কাযী বহলুল বদখশীর উস্তায, সে সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।

www.ahlehadeethbd.org

মহামানুষ নহেন, মহানবী।

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

অধুনা বাঙলা সাহিত্যে আঁ-হজরত (দঃ) এর ছোট বড় কয়েকখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এই উদ্যম-প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াও এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে উক্ত গ্রন্থকারগণের দুই এক জন বাদে সকলেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনভিজ্ঞ। সুতরাং প্রধানতঃ তাঁহারা বিদেশী-বিধর্ম্মী লেখকগণের রচিত হযরত (দঃ) এর জীবন চরিতের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। ইউরোপীয় লেখকগণের মধ্যে অধিকাংশই নিতান্ত অহেতুক ও অপরিমিত ভাবে বিদ্বেষ দুষ্ট। তাঁহাদের রচিত নবী চরিত পাঠ করিয়া নবী জীবনের প্রকৃত মহিমা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভের উপায় নাই। এই জন্য অনুবাদের অনুবাদ হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সবগুলি নবী চরিত নবুয়তের মর্ম্ম-বাণী শূন্য। তদুপরি তাঁহাদের প্রায় সকলেই নবী-চরিতের মানবীয় দিকটার প্রতি অতিরিক্ত জোর দেওয়াতে নবুয়ত এর দিক অন্ধকারে রহিয়াছে। ফলে বাঙলা সাহিত্যে রহমাতুল্লিল আলামীন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) একজন "মহামানব," "মহামানুষ." "মহাপুরুষ," "মানব মুকুট" অথবা "বৈদিক যুগের পরমর্ষি মহা-মানব" রূপে চিত্রিত হইয়া উঠিতেছেন। এরূপ চিত্রনের ফল অনভিজ্ঞ মনের উপর অবাঞ্ছিত প্রভাব এবং বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করিতেছে। নবী বা নবুয়ত সম্বন্ধে একটী সঠিক ধারণা যদি বাঙলা সাহিত্যের কোন গ্রন্থে না পাওয়া যায়, তবে তাহা দুর্ভাগ্য এবং লজ্জা দুই ই। এ দেশ মহা-পুরুষত্ব পীড়িত। মহাপুরুষ বলিলে বড় জোর নানক বা রামমোহনরায় শ্রেণীর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের ন্যায় নূর নবী মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা হয়। কিন্তু আল্লাহ যাঁহাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বলিয়াছেন, এই কি তাঁহার সঠিক পরিচয়? অবশ্য নূর নবী (দঃ) এর চরিত্রের মানবীয় দিকটা নিখিল মানুষের জন্য মহত্তম আদর্শ এবং যত বেশী ইহা আলোচিত হইবে, মানুষ ততই ইহাদ্বারা অমৃতের সন্ধান লাভ করিবে। তথাপি একথা বিস্মৃত হইলে চলে না যে আকাশের চাঁদকে যদি ধূলা মাটির পৃথিবীতে নামাইয়া আনা সম্ভব হয়, তবে উহা পৃথিবীর শিশুদের খেলনা গোলকে পরিণত হইবে, চাঁদের মর্য্যাদা তাহার থাকিবে না।

দুইটী কারণে এই প্রকার বিচার বিভ্রাট ঘটিতেছে। প্রথম, ইউরোপীয় যুক্তিবাদী পণ্ডিতগণের সমালোচনা রীতির অনুকরণ, দ্বিতীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের নামের সঙ্গে এবং জীবন কাহিনী সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে একটী রহস্যময় পরিবেশ এবং অস্পষ্ট পরিচয় সৃষ্টি হইয়া তাঁহাদিগকে ঐশ্বরিকতার কুয়াসায় আবৃত করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে খাঁটি ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দাঁড় করাইবার চেষ্টা। বাঙলায় আরবী অনভিজ্ঞ হজরত (দঃ) এর জীবন চরিত লেখকগণ প্রধানতঃ ইউরোপীয় এবং এ দেশী অমোছলমান পণ্ডিতগণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। অথচ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে এই উভয় ভাবধারাই বিপথ গামী এবং এছলাম আসিয়াছে তাহাদের জলন্ত প্রতিবাদ হিসাবে। মধ্য যুগে ইউরোপের ধর্ম্ম গুরু সমাজ পার্থিব স্বার্থের লোভে ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা এবং জাল ঐশীবাণী রচনা করতঃ গোটা খৃষ্টান সমাজের জীবন উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ঐশী গ্রন্থ ইঞ্জীল (বাইবেল) এর শিক্ষা এবং হজরত ইছা (আঃ) এর প্রচারিত একক আল্লার উপাসনার পরিবর্ত্তে মনগড়া ত্রিত্ব-বাদ দর্শন প্রচার করিয়া মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, স্বর্গের পাসপোর্ট বিক্রয়, (Sale of Indulgence) ব্যভিচার, অত্যাচার, শাসকবর্গের অত্যাচারের সমর্থন,— অর্থাৎ পৌরাহিত্যবাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুযোগ লইয়া তাহারা চরিত্রে ও ধর্ম্ম হীনতায় মনুষ্যত্বের নিম্নতমস্তরে নামিয়া গিয়াছিল। পবিত্র কোরআনে এই শ্রেণীর ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধে কঠোরতম প্রতিবাদ রহিয়াছে। তারই বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজের প্রবল প্রতিবাদ এক দিকে Protestantism এর জন্ম দিয়াছে, (ইহাও এছলামের প্রভাবের ফল) অপর দিকে চরমপন্থী পণ্ডিত দল ধর্ম্মকে অনাবশ্যক ঘোষণা করতঃ নাস্তিকবাদ প্রচার দ্বারা মানুষের আত্মিক অধোগতি ঘটাইয়াছে। তদনুরূপ নানা কারণে ধর্ম্মীয় আদর্শ অতিশয় বিকৃত হইয়া আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুর সমাজ জীবন অসংখ্য কুসংস্কার ও জঞ্জালে ভরিয়া উঠিয়াছে। বৈদিক যুগে একক আল্লার উপাসনা ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা—এ দেশের বর্ত্তমান হিন্দু পণ্ডিতগণ যার গৌরব প্রচার করিয়া থাকেন, পবিত্র কোরআনের Principle বা মূল শিক্ষা অনুসারে উহা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ও নবীগণের আনীত জ্ঞান এবং এছলাম ধর্ম্মের সম-মর্য্যদা-ভুক্ত ছিল। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ হয়ত নিজ নিজ যুগের নবী অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী-বাহক ছিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন না অথবা জীবনে তাঁহারা ঈশ্বরত্বের দাবীও করেন নাই। কালক্রমে ভক্তগণ অতিভক্তির ফলে তাঁহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরে ধীরে পৌরাণিক কাব্য কাহিনী গড়িয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরত্বের অদ্ভুত কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। উহা কল্পনা বিলাসী পণ্ডিতগণের সৃষ্ট জঞ্জাল, ধর্ম্ম নহে। অথচ এই জঞ্জালরাশিই নানা রূপে, নানা ভাবে, কাব্যে, গানে, ললিত-কলায়, উপাসনায় রূপায়িত হইয়া সাধারণ হিন্দুর মন ও মস্তিস্ক অধিকার করিয়া ধর্ম্মের বিকৃত রূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং হিন্দু সমাজ দেহ অসংখ্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভরিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু পণ্ডিতগণ বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সংস্কার মানসে আধুনিক ভাব ধারার আলোকে শ্রীকৃষ্ণ—চরিত আলোচনা করিয়া উহাকে খাঁটী ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিত সমাজ স্ব স্ব জ্ঞানের পরিমাণ অনুযায়ী যীশু খৃষ্টের চরিত অথবা শ্রীকৃষ্ণের চরিত যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তার মূল কথা হইতেছে—ওই সকল চরিত কথাকে অন্ধ বিশ্বাস ও অতিভক্তি জনিত ভস্ম-স্তুপ হইতে মুক্ত করতঃ জ্ঞান-বুদ্ধ মানুষের অনুসরণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করা। বস্তুতঃ আধুনিক নবী চরিত লেখকগণ আগাছা মুক্ত করিতে গিয়া আসল গাছটীরও অঙ্গচ্ছেদ করিবার ন্যায় ভুল করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের আলোচনার ধারা মূলবিষয়-বস্তুকে প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছে। কারণ আল্লার বাণী বাহক নবী রছুলগণ যেমন আল্লাহ নহেন, তেমনি সাধারণ মানুষও নহেন। যে কেহ চেষ্টা করিলেই নবী হইতে পারেন না। নবুয়ত একটী অর্জ্জিত শক্তি নহে, নবুয়ত লৌকিক ব্যাপারও নহে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলিতেছেন— ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء "এই নবুয়ত আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা করেন, মাত্র তাঁহাকেই ইহা দান করেন।" (কোরআন, ছুরা জোমা) (১)। ভক্তিশূন্য হৃদয়ে শুধু নিজের জ্ঞান বুদ্ধি সম্বল করতঃ শানিত যুক্তির সাহার্য্যে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। উহা বুঝিবার প্রথম উপকরণ হইতেছে ঈমান। তাছাড়া—অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের জীবন সমালোচনা করিয়া বুঝিবার বিষয় নহে। তদুপরি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা হইতেছে—অন্যান্য ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের সঙ্গে এছলাম অথবা হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) এর জীবন-কথা এক সঙ্গে তুলিত অথবা একই ভাবে আলোচিত হইতেও পারে না। কারণ চৌদ্দ শত বৎসরের মধ্যে পবিত্র কোরআনের যেমন একটী বিন্দু পর্য্যন্ত বিকৃত হয়

(১) আল্লাহর ফযল বা অনুকম্পা বহুরূপী, তন্মধ্যে অধিকাংশই সাধনা সাপেক্ষ ও আয়াস-সিদ্ধ। নবুওৎ যে আল্লাহর দান মাত্র এবং চেষ্টা ও সাধনার বিনিময়ে তাহা অর্জ্জন করা সম্ভবপর নয়, নিম্নবর্ণিত আয়ৎ সমূহে তাহা অকাট্য ভাবে প্রমানিত হইয়াছে : আল আন্‌আম : ১২৫ ; আশ্‌শুরা : ১৩ ও ৫২ ; আলমুমেন : ১৫। (সম্পাদক)

www.ahlehadeethbd.org

নাই, নূর নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতিও তেমনি ঈশ্বরত্বের আরোপ করা সম্ভব হয় নাই। প্রাথমিক যুগের মোহাদ্দেছ আলেমগণের সাধনায় আমরা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটী খুটিনাটি ব্যাপার পর্য্যন্ত জানিতে পারিতেছি। বস্তুতঃ যাবতীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে তিনিই হইতেছেন এক মাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

নবী শব্দটী نبوء ধাতু হইতে উৎপন্ন এবং نبوة (নবুয়ত) উহার مصدر বা ক্রিয়া-বিশেষ্য। উহার অর্থ কোন বিশেষ সংবাদ আনয়ন করা। বাঙলা ভাষায় নবী শব্দের কোন প্রতিশব্দ নাই, হওয়া সম্ভবও নহে। ইংরাজী Prophet শব্দ দ্বারা নবী শব্দের পবিত্রতা রক্ষা হয়না অথবা নবুয়তের প্রকৃত মহিমাও প্রকাশ হইতে পারেনা। নবী ও নবুয়ত সম্বন্ধে অমর মনীষী আল্লামা এবনে খালদুন যে বুদ্ধি-দীপ্ত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সকল যুগের চিন্তাশীলগণের পক্ষেই উহা প্রনিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন:— চির পবিত্র আল্লাহ মানুষের মধ্য হইতে কতকগুলি বিশেষ মানুষকে মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় বাণী দ্বারা সম্মানিত করেন। আল্লাহ তাঁহার অনন্ত ও অজ্ঞাত রহস্যরাজির জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করতঃ তাঁহাদিগকে স্বভাব-সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ ও তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে তাঁহাদিগকে সংযোগ-স্থাপক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা জন-সাধারণকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়া আত্মিক মুক্তির দিকে পরিচালিত করেন এবং অধঃপতন ও জাহান্নামের অগ্নি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহারা যে অদৃশ্য জগতের সন্ধান দেন, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই তাহা জানা সম্ভব নহে। ইঁহারাই নবী।

(১) নবীগণের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য থাকে, তন্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা নিজ নিজ জাতির মধ্যে উচ্চতম বংশসম্ভূত হইতেন। এই জন্যই নূর-নবী (দঃ) একটী হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, ما بعث الله نبيا الا في منعة من قومه আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যিনি স্বীয় সমাজের মধ্যে নিষ্কলুষ বংশগত আভিজাত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে গরীয়ান ছিলেননা।" কোরেশ নেতা আবু ছুফিয়ানের নিকট হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অনুপম বংশগত আভিজাত্য ও মর্য্যাদার বিবরণ শুনিয়া রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস বলিয়াছিলেন, "রছুলগণ স্ব স্ব সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বংশ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকেন।" এ কথার অর্থ এই যে বংশগত প্রভাব প্রতিপত্তির বলে যতদিন তাঁহারা রেছালত লাভ এবং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন ও প্রচারের জন্য পরিপূর্ণ শক্তি অর্জ্জন না করেন, ততদিন ধর্ম্মদ্রোহীগণের নির্য্যাতন হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইয়া থাকেন।

(২) "ওহী" লাভ করিবার পূর্ব্বেও তাঁহারা ব্যক্তিগত চরিত্র মাধুর্য্যে, পবিত্রতায়, সমস্ত প্রকার হীন কার্য্য ও পাপাচরণ হইতে দূরে থাকিবার স্বাভাবিক প্রেরণায় সম-সাময়িক মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। ইহাই عصمت বা স্বভাব সুন্দর নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্য্য। যিনি নবী, তিনি যেন স্বভাবতঃই সকল প্রকার নীচতা ও হীনতা হইতে মুক্ত, কোন পাপ যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতেই পারেনা তাঁহার হৃদয় যেন স্বাভাবিক ভাবেই সর্ব্বপ্রকার পাপ কলঙ্ক ও কুসংস্কারের প্রতি আপোষ-হীন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বাল্যকালে একদিন তাঁহার পিতৃব্য আব্বাছ এর সহিত কাবা-গৃহ নির্ম্মানের জন্য প্রস্তর বহন করিতেছিলেন। বালক-নবী যখন পরিধানের লুঙ্গিতে প্রস্তর খণ্ড রাখিয়া বহন করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ লুঙ্গিখানা খুলিয়া পড়ে; নিদারুণ লজ্জার প্রকোপে তখন তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, কাপড়খানা ঠিক করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসে নাই। বাল্যকালে আর একদিন তিনি এক বিবাহ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়াছিলেন। সেখানে নানা প্রকার অলীক আমোদ প্রমোদ ও নিষিদ্ধ ভোজ্য পানীয়ের বন্দোবস্ত প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

রুচিবিগর্হিত এই প্রকার অস্বস্তিকর আব-হাওয়ার মধ্যে বিরক্তি বোধ করিতে করিতে তিনি সেখানে ঘুমাইয়া পড়েন। পরদিন সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই সেখানকার কোন প্রকার আবিলতাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বরং আল্লাহ তাঁহাকে সেখানকার খাদ্য-পানীয় গ্রহণ ও অন্যান্য প্রকার কুলষতা হইতে তাঁহার আত্মাকে পবিত্র রাখিয়াছিলেন। এই জন্যই জীবনে তিনি কোনদিন কাঁচা পেঁয়াজ ও রশুন প্রভৃতি দুর্গন্ধ যুক্ত কোন খাদ্য গ্রহন করিতেন না। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন انى اناجى من لاتناجون 'আমি যাঁহার সহিত গোপন-নিরালায় একত্রিত হই তোমরা তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারনা।" একটী কথা আরও ভাবিবার বিষয়। নূর নবী (দঃ) যখন প্রথম ওহী লাভ করিবার পর অত্যন্ত বিচলিত ভাবে বিবি খাদিজা (রাঃ) কে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, তখন বিবি খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন।" আলিঙ্গন করিবার পর যখন তাঁহার অস্থির ভাব বিদূরিত হইল, তখন পরম জ্ঞানী ও বুদ্ধি-মতী খাদিজা (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন. "এই ওহী আনয়নকারী নিশ্চই একজন ফেরেস্তা, শয়তান নহে।" এ কথার অর্থ এই যে ফেরেস্তা কখনও স্ত্রীলোকের নিকটবর্ত্তী হয় না। (২) বিবি খাদিজা (রাঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন," ওহী লইয়া যিনি আপনার নিকট আসেন, তাঁহার পোষাক কি রঙের?" নূর নবী (দঃ) উত্তর দিলেন, তিনি কখনও সাদা, কখনও সবুজ রঙের পোষাকে আসেন।" বিবি খাদিজা (রাঃ) বলিলেন, ইহাতেও প্রমানিত হয় যে তিনি ফেরেশতা। কারণ ফেরেশতার পছন্দনীয় সাদা এবং সবুজ রঙ কল্যাণের চিহ্ন, আর শয়তানের পছন্দনীয় কালো রঙ অকল্যাণের চিহ্ন।" (৩)

(৩) নবীগণের আরও একটী বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা মানুষকে ধর্ম্ম, উপাসনা, দান খয়রাত এবং পবিত্র জীবন যাপনের দিকে আহ্বান করেন। নূর নবী মোহাম্মদ (দঃ) যে সত্য নবী, তার প্রমান স্বরূপ প্রধান জ্ঞানী হিসাবে বিবি খাদিজা (রাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) তাঁহার বাণীর এই অন্তর্নিহিত সত্য দ্বারাই তাঁহাকে বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন ও চরিত্র ব্যতীত অন্য কোন বাহিরের প্রমান তাঁহারা চাহেন নাই। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস-ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্ত্তৃক দীন এছলাম গ্রহণের নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক তথ্য অবগত হইবার জন্য আবু ছুফিয়ানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তিনি তোমাদিগকে কি কাজের আদেশ করেন? উত্তরে আবু ছুফিয়ান বলিলেন, 'তিনি আমাদিগকে নামাজ পড়া, জাকাত দেওয়া একতাবদ্ধ থাকা এবং সকল বিষয়ে পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য আদেশ করেন।" ইহা শুনিয়া হেরাক্লিয়াস বলিলেন, "তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তবে তিনি সত্যই একজন নবী এবং শীঘ্রই আমার পদতলস্থিত এই ভূমি পর্যান্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইবে।" কথাটী ভাবিবার বিষয় যে, কিরূপে তিনি নবীর স্বভাব-সুন্দর চরিত্র, এবাদত ও ধর্ম্ম-পথে আহ্বান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা নবুয়তের সত্যতার প্রমান গ্রহণ করিয়াছিলেন,

(২) উল্লিখিত হাদিছ দ্বারা ইহাই প্রমানিত হয় যে, নর ও নারীর আলিঙ্গনরত অবস্থায় সুরুচি সম্পন্ন মানুষের মত ফেরেশতাগণ ও দূরে সরিয়া যান, খাদিজা উম্মুল মুমেনিনের উপস্থিতি নিবন্ধন ফেরেশতা পালায়ন করিয়া থাকিলে আলিঙ্গনের প্রয়োজন হইত না। হযরত মরইয়মের কাছে জিব্রিলের আগমন অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত। আয়েশা উম্মুল মুমেনিন রছুলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে একই চাদরের ভিতর শায়িতা থাকা অবস্থায় ওয়াহি অবতীর্ণ হইয়াছে। ফেরেশতা কখনো স্ত্রীলোকের নিকটবর্ত্তী হয় না, এরূপ ধারণা সঠিক নয়। ইমাম ইবনেজরিরের অভিমত অনুসারে নারীত্ব নবুওতেরও পরিপন্থী নয়। (সম্পাদক)

(৩) মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযি প্রভৃতি জাবের ও আমর বিনে হুরায়ছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা জয়ের দিবস কাল রঙ্গের পাগড়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। (সম্পাদক)

www.ahlehadeethbd.org

বুদ্ধির বিপরীত কোন অতি-মানুষিক ক্রিয়া কলাপ দ্বারা তাঁহাকে বিচার করেন নাই।

(৪) নবীর পক্ষে নবুয়ত লাভ করিবার আলামত এবং তাৎপর্য্য এইরূপ যে তিনি ওহী লাভ করিবার কালে উপস্থিত সমস্ত মানুষের মধ্যে অবস্থান করিয়াও যেন কোন্ অদৃশ্য-লোকে গমন করেন। সে সময় তাঁহার ফেনিল মুখ-বিবর, অতি-দ্রুত-নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং পরিবর্ত্তিত চেহারা দেখিয়া বাহ্য-দৃষ্টিতে মনে হইবে যেন তিনি বেহুঁশ ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। তিনি তখন সকল মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির উর্দ্ধে আত্মিক-লোকে তাঁহার বিশিষ্ট অনুভব-শক্তির সাহায্যে আল্লার ফেরেশতার (الملك الروحانى) সহিত মিলনানন্দে নিমগ্ন আছেন। তারপর মানুষের জ্ঞান-গম্য-লোকে তিনি নামিয়া আসিলে তাঁহার লব্ধ ওহী বা প্রত্যাদেশ-বাণী মৃদু গুঞ্জণ-ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হয় এবং তিনি উহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। অথবা সেই ফেরেশতা কোন মানুষের আকৃতি ধারণ করতঃ আল্লার বাণী তাঁহাকে জানাইয়া দেন এবং তিনিও উহা পূর্ণরূপে স্মরণ রাখেন। এই জন্য ওহী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া নূর-নবী মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছিলেন, "কখনও মৃদু ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আমার প্রতি ওহী নাজেল হয়। উহা আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অবস্থা। তারপর ফেরেশতা যাহা বলিলেন, আমি তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে পর ফেরেশতা আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান, কখনও ফেরেশতা মানুষের রূপে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কথা বলেন এবং আমি তাঁহার বাণী স্মরণ করিয়া রাখি।" (৪) সেই কঠিন অবস্থা বা সমাধি প্রাপ্তির ব্যাখ্যা কোন মানুষ করিতে পারিবে না। ওহী নাজেল হইবার সময়ের বর্ণনায় বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন,—"প্রচণ্ড শীতের দিনেও ওহী লাভ করিবার কালে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিত।" (৫) কোরআনেও আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, انا سنلقى عليك قولا ثقيلا — "সত্বরে আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অতি-গুরু-ভার-সম্পন্ন বাণী অবতীর্ণ করিব।" (ছুরা মোজাম্মেল) ওহী লাভ কালে এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াই অবিশ্বাসী মোশরেকগণ উপহাস করিয়া চিরদিনই নবী গণকে অপবাদ দিয়াছে যে তাঁহারা পাগল অথবা কোন জেন কিংবা ভূত-যোনীর প্রভাবে আবিষ্ট। * তাহারা বাহিরে যাহা দেখিত এবং ওই সকল অবস্থার তাৎপর্য্য যে টুকু বুঝিত, তদনুযায়ী কথা বলিত। আল্লাহ যাহাকে সুপথ না দেখান, তাহাকে কেহই সঠিক পথে চালিত করিতে পারেনা।

(৫) নবীগণের আরও একটী বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা তাঁহাদের সত্যতার সাক্ষী স্বরূপ কোন অলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহাকে মো'জেজা বলে। কারণ নবী ভিন্ন অন্য কোন লোকের পক্ষে সেরূপ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। ইহাও সকল কর্ম্মের শক্তিদাতা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা। নবী ব্যতীত কোন ওলি-আল্লাহ যদি কোন অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহাকে কেরামত বলে। (মো'জেজা এবং কেরামত এর মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম এবং উহার বিচার ও নিতান্ত সহজ নহে।) কিন্তু অর্ব্বাচীন ও ভণ্ড (Vulgur Mystics) শ্রেণীর ফকির বা সন্ন্যাসীরা যে অসাধারণ ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, উহাকে এছলামের পরিভাষায় এস্তেদ্‌রাজ বলে। এই সব অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের ভালমন্দ বিচার করিবার একমাত্র মানদণ্ড হইতেছে এছলামী শরিয়ত। যাহারা সকল শ্রেণীর অসাধারণ ক্রিয়া-কলাপকেই সমান মূল্য দিয়া থাকে, তাহারা নিতান্তই মূর্খ এবং ভ্রান্ত। কোন মোছলমান জ্ঞানতঃ কোন নবীর মো'জেজা এবং কোন সাধু-সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপকে সমান মনে করিলে বে-ঈমান ও কাফের হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

(৪) বুখারী, মুছলিম ও তিরমিযি—হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত। (৫) ঐ (সম্পাদক)।

* আধুনিক যুগেও অবিশ্বাসী বিধর্ম্মী লেখকগণ নূর-নবী মোহাম্মদ (দঃ) কে মৃগী-রোগগ্রস্ত বলিতে দ্বিধা করেন নাই। (লেখক)

www.ahlehadeethbd.org

এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মো'জেজা হইতেছে—তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কোরআন শরীফ। পবিত্র কোরআন একাধারে মো'জেজা এবং ওহী দুই ই। সুতরাং এদিক দিয়াও জগতের অন্যান্য নবীগণের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। এই জন্য নূর-নবী (দঃ) বলিয়াছেন,—

ما من نبی من الانبیاء الا اوتی من الا یات
ما مثله امن علیه البشر – وانما کان الذی
اوتیته وحیا اوحی الی – فا نا ارجو ان اکون
اکثرهم تابعا یوم القیامة –

"নবীগণের প্রত্যেককেই কোন না কোন নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে, লোকে উহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে। আমাকে যে নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে, উহা আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহী। (অন্য কোন পৃথক বস্তু নহে।) সুতরাং আমি আশা করি কেয়ামতে আমার অনুসরণকারীগণ অন্য সকল দলের চেয়ে বেশী হইবে।" (৬) (মোকাদ্দামায়ে এবনে খালদুন)।

পবিত্র কোরআন, হাদিছ এবং মহানবীর সম সাময়িক আত্মীয়-পর নির্ব্বিশেষে শ্রেষ্ঠ মানুষদিগের মতামত সম্মুখে রাখিয়া মনীষী এবনে খালদুন নবী ও নবুয়ত সম্বন্ধে যে বুদ্ধি-দীপ্ত সুষ্ঠু সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে একথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে যে, নবীগণের জন্ম, নবুয়ত প্রাপ্তি, তাঁহাদের সাধনা প্রভৃতি ব্যাপারে একটা অদৃশ্য হস্ত সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। কোরআন মজিদেও আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন—

الله اعلم حیث یجعل رسالته –

"আল্লাহ সকলের চেয়ে বেশী জানেন, কি ভাবে ও কাহার হস্তে তিনি স্বীয় রিছালতের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন।" বংশ পরম্পরায় পূত-চরিত নর নারীর রক্ত ধারায় জন্ম গ্রহণ করিবার পর তাঁহাদের শিক্ষা ব্যাপারেও এমন একটী প্রচ্ছন্ন শক্তি কার্য্য করে, যাহা মানুষের ধ্যান ধারণার অতীত এবং এমন জ্ঞান তাঁহারা লাভ করেন, যাহা অন্য কোন মানুষের পক্ষেই লভ্য নহে। তাঁহারা যাহা জানেন, অন্য কোন মানুষই তাহা জানিতে পারে না, তাঁহারা যাহা দর্শন করেন, অন্য কোন মানুষই তাহা দর্শন করিতে পারেন না। এছলামের গণ্ডীর মধ্যে সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনার বলে ওলী গওছ, কুতুব প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নত স্তরে উপনীত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই নবী হইতে পারেন না। কারণ নবুয়ত শুধু আধ্যাত্মিক সাধনায় লব্ধ ধন নহে, উহা আল্লার বিশেষ অবদান। এই বিশেষ অবদান লাভের ব্যাপারে একটা অতি মানবিক প্রভাব (Super human influence) সর্ব্বদা বিদ্যমান। সুতরাং এক জন নবীর জীবনে মানবতা এবং অতি মানবতা (Humanity and Super humanity) দুইটী দিকই সমাবিষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের অহমিকায় আচ্ছন্ন জড়বাদী পণ্ডিত, যাঁহার পক্ষে কোন মহৎ বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হয় নাই, তিনি ইহা স্বীকার করুন আর নাই করুন, নবুয়ত এর মহিমা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। শেখ ছাদী (রঃ) এর ভাষায় বলিতে হয়।—

گر نه بیند بر و ز شپره چشم – چشمهٔ آفتاب راچه گناه ؟

নূর নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জীবনেও মানবতা এবং অতি মানবতা দুইটী দিকই-সমাবিষ্ট রহিয়াছে। মানুষ হিসাবে তিনি সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সমাজ সংস্কার করিয়াছেন এবং প্রয়োজন বোধে ন্যায় ধর্ম্মের শত্রুদের সহিত যুদ্ধও করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের আদর্শ অনুযায়ী যেভাবে আল্লাহ পাক মানুষকে উন্নত জীবন যাপন করিতে বলেন, নূর নবী প্রতিটী কাজে ও কথায় তার জীবন্ত রূপ দান করিয়া মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করতঃ নিখিল মানবের জন্য মুক্তি-পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিনি ছাইয়েদুল বাশার বা মানব-মুকুট। তাঁহার এই সংসার ধর্ম্মী

(৬) সামান্য শাব্দিক পরিবর্ত্তন সহকারে মুছলিম ও নাছায়ী আবু হোরায়রার (রাঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। (সম্পাদক)

www.ahlehadeethbd.org

মানবীয় দিকের আদর্শের উপরেই মোছলমানের জীবন যাপন প্রণালী, সমাজ ব্যবস্থা, কালচার এবং দৈনন্দিন জীবন-দর্শনের ভিত্তি-ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই এছলামী শরিয়ত। ইহার উপরে তাঁহার আর একটী দিক রহিয়াছে—যেখানে তিনি ছাইয়েদুল মোরছালীন বা নবীমুকুট। মানব সমাজে সাধারণতঃ দেখা যায়,—সকলেই সমান ভাবে স্বভাব-দত্ত গুণ ও শক্তির অধিকারী নহে কিংবা জন্ম গ্রহণের পর শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ ও অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সকলেই সমান ভাবে লাভ করিতে পারেন না। স্বাভাবিক শক্তি ও প্রতিভা এবং সেই প্রতিভা বিকাশের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার এই তারতম্যের উপর জীবনের সফলতার তারতম্য নির্ভর করে। শক্তি ও সুযোগের এই তারতম্যের উপর ব্যক্তিত্বের তারতম্যও নির্ভর করে। মানসিক শক্তি ও ব্যক্তিত্বের বলে ইতর প্রাণীর চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, সাধারণ মানুষের চেয়ে নবীগণ শ্রেষ্ঠ, আবার নবীগণের মধ্যেও একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কোরআনেও এই মৌলিক সত্য স্বীকৃত হইয়াছে।

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض –

"ঐ সকল রছুলগণের মধ্যে আমি একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি" ব্যক্তিত্বের আদর্শ, শিক্ষার বিশ্ব-জনীনতা এবং আধুনিক উন্নত চিন্তার মূল উৎস রূপে এই ব্যক্তিত্ব-প্রভাবেই নূর নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) অন্যান্য সকল নবী বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে সকল লেখক নিতান্ত অজ্ঞতা বসে তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' 'মহামানব' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহারা নবুয়তের প্রাণ-বস্তুই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অতি-মানবীয়তা সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলিতেছেন,—

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد –

(হে মোহাম্মদ, লোকদিগকে) তুমি বল যে আমিও তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ। (আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে) আমার নিকট ওহী নাজেল হয়, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ।" (কোরআন, ছুরা কাহাফ) "ওহী" বা প্রত্যাদেশ সাধরণ মানুষের লভ্য নহে, ইহা মানবতা ও মানবীয় সাধনার উপরের জিনিষ। যে কোন মানুষই ইচ্ছা করিলে সাধনা বলে "ওহী" লাভ করিতে পারেন না। ইহা আল্লার فضل বা বিশেষ মহাদান। দৃশ্য-লোকের উর্দ্ধে সাধারণ মানুষের অগম্য স্তরে যে সকল অজ্ঞাত রহস্য তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শবে-মে'রাজের ঘটনা তার সর্ব্বোত্তম প্রমাণ। বিখ্যাত ছাহাবী আবুজর (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত একটী হাদিছে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

انى ارى مالا ترون – واسمع مالاتسمعون - اطت السماء وحق لها ان تئط – ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته – ساجدا لله – والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا – ما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله –

"আমি যাহা দেখি, তোমরা তাহা দেখিতে পাওনা, আমি যাহা শুনি, তোমরা তাহা শুনিতে পাওনা। আকাশ সর্ব্বদা (ফেরেশ্‌তাগণের ভারে) চড় চড় করিতেছে এবং তাহার পক্ষে চড়চড় করা স্বাভাবিক। সেখানে চার আঙ্গুল পরিমান জায়গাও খালি নাই, সর্ব্বত্রই ফেরেশতারা আল্লার ছেজদায় কপাল লাগাইয়া রহিয়াছে। আল্লার কছম, আমি যাহা জানি, তোমরা যদি তাহা জানিতে, তবে কম হাসিতে এবং বেশী কাঁদিতে। তোমরা বিছানায় স্ত্রীসুখ-সম্ভোগ করিতে পারিতে না, ঘর ছাড়িয়া আল্লাহর জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে জঙ্গলের পথে বাহির হইতে।" (মেশ্‌কাত) (৭) পৃথিবীতে মহামানুষ, মহাপুরুষের অভাব নাই, কিন্তু দৃশ্য-লোকের পরপারে অবস্থিত অজ্ঞাত রহস্য-পুরীর

(৭) তিরমিযি—আবুযরের (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত। (সম্পাদক)

www.ahlehadeethbd.org

সংবাদ এমন তীব্র ও প্রত্যক্ষ ভাবে আর কে অবলোকন করিয়াছেন? ওহী লাভ করিবার কালে বাহ্য-জ্ঞান-লুপ্ত অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতির যে চরম স্তরে তিনি উপনীত হইতেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

لى مع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل –

এমন সময় আসে, যখন আমি আল্লার এত নিকট-বর্ত্তী (?) হই যে, সে সময়ে কোন বিশিষ্ট ফেরেশতা অথবা কোন প্রেরিত নবীর দিকে দৃকপাত করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়না। (মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া) (৮)

পবিত্র কোরআন এবং ছহি হাদিছের উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে—নবীগণ মানুষ ছাড়া অন্য-লোকের জীব, ফেরেশতা কিংবা জেন নহেন, আবার সাধারণতঃ মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং সাধনার শক্তি বিশিষ্ট মাত্র অসাধারণ মানুষও নহেন। সকল প্রকারেই তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহের ছায়ায় অবস্থিত উর্দ্ধ-লোকের জীব। বাঙলা ভাষায় নবী শব্দের কোন প্রতিশব্দ হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং বাঙলায় মহা-নবী "শব্দটীই" নূর-নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর জন্য সমধিক উপযোগী, মহামানুষ প্রভৃতি শব্দ নবুয়তের চরম অপমান। বিশ্বের সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মমত এছলাম। এছলামের অনুসারী মোছলমান যদি নিজ ধর্ম্মের উৎস-মূল স্বরূপ রছুল (দঃ) এর সঠিক পরিচয় না জানে, তবে তাহা নিশ্চয়ই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা।

(৮) ছিহাহর গ্রন্থসমূহে এই হাদিছ নাই। (সম্পাদক)

শিক্ষার আদর্শ।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান,
বি, এ, বি, টি।

সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যে মানব শিশুই একান্ত অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে পদার্পন করে। বাছুর ভূমিষ্ঠ হইয়াই লাফাইতে শুরু করে; বিড়াল ছানা মুদ্রিত চক্ষুতেই মাতৃস্তনের খোঁজ করিয়া খুৎপিপাসা নিবারণে সক্ষম হয়, মুরগীর বাচ্চা ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াই চঞ্চু যোগে আপন আহার খুটিয়া খাইতে সমর্থ। প্রত্যেক নবজাত প্রাণীই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্মগত শত্রুকে চিনিতে পারে এবং স্বাভাবিক ভাবেই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। অস্তিত্ব রক্ষা এবং জীবন ধারণের জন্য যে উপকরণ ও প্রস্তুতির প্রয়োজন সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে মাতৃউদর হইতে বহির্গত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার শরীর ও স্বভাবের মধ্যে তাহা সঞ্চিত করিয়া দেন। তাই শিকার ধরিবার কসরৎ ব্যাঘ্র ছানাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন শিক্ষা-গারের প্রয়োজন হয় না; ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে হরিণ শিশুকে কেমন করিয়া কোথায় পালাইতে হইবে মাতা হরিণকে তজ্জন্য মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যক করে না। কিন্তু মানব শিশু এরূপ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য যে জ্ঞান ও শক্তির দরকার শিশুর তা থাকে না। অন্যান্য জীবশিশুর ন্যায় তাহাকে সহায়হীন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে শীঘ্রই তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। ক্ষুধা বোধ করিলে ক্রন্দন ছাড়া সে আর কিছুই করিতে পারে না। আর একজনকে মাতৃস্তনে তাহার মুখ সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়, চামচে তুলিয়া দুগ্ধ পান করাইতে হয়,

www.ahlehadeethbd.org

ধরিয়া ধরিয়া হাটা শিখাইতে হয়। খাদ্য ও অখাদ্য, হিতকর ও ক্ষতিকর দ্রব্য তাহাকে ধীরে ধীরে পরিচয় করাইতে হয়। নিয়ম কানুন ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়। বয়স্কজনের নিকট হইতে তাহাকে অনেক কিছু জানিতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বহু কিছু শিখিতে হয়। এই জানা ও শিখাকেই শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে শুরু করিয়া মানুষের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ইচ্ছা ও অনিচ্ছাগত এবং জানিত ও অজানিত ভাবে এই শিক্ষা চলিতে থাকে। দিগন্ত প্রসারিত আছ্‌মান, প্রখর কিরণবর্ষী সূর্য্য, সুষমা মণ্ডিত চন্দ্র, আকাশে ভাসমান লক্ষ কোটী তারকারাজি, তুষারে ঢাকা সুউচ্চ গিরীশ্রেণী, কান্তার মরুর সুবিস্তৃত বালুকারাশি, অতলস্পর্শী সাগরের বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিমালা, ঝটিকার তাণ্ডবলীলা, নদীর স্রোত ধারা, বৃষ্টির বর্ষণ, জমির কর্ষণ, শস্যের উৎপাদন, পাখীর কলকণ্ঠ, ফুলের সৌরভ, নর নারীর রহস্যময় গভীর প্রেম, শিশুর আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, জীব ও জড় জগতের সৃষ্টি, সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষ, আনন্দ ও বেদনা, হাসি ও কান্না মৃত্যু ও ধ্বংস মানব মনের উপর প্রতিনিয়ত অচিন্তনীয় প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক তাহার মনোবিকাশ সাধন করিতেছে, নব নব শিক্ষালোকে হৃদয়কুঠরি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে।

কিন্তু এই শিক্ষা অনিচ্ছুক ও প্রাকৃতিক। যাহার মন যত সজাগ ও সক্রিয় এই শিক্ষা তাহার জন্য তত গভীর ও কার্য্যকরী। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট উহা চিরভ্যস্ত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার মাত্র উহা তাহাকে সহজভাবে আকর্ষণ করে না, গভীরভাবে স্পর্শ করে না। প্রকৃতির শিক্ষা তাহার মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করিতে পারে না। পৃথিবীতে জীবন ধারণ এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের জন্য তাহার দেহকে সবল, মনকে পরিপুষ্ট এবং পরপারের জীবনের জন্য সম্বল সঞ্চয় করিতে হয়। এই শিক্ষার প্রস্তুতি এবং সঞ্চয়ের পদ্ধতি জানিবার জন্য তাহাকে শিক্ষকের নিকট গমন করিতে হয়, নিয়ম শৃঙ্খলার অধীনে আসিতে হয়। এই শিক্ষক বা উর্দ্ধতন কোন পক্ষ মানব মনের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া যে প্রভাব বিস্তার করেন সাধারণ অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা করা হয়। *

এই প্রভাব বিস্তার বা শিক্ষার কাজ মানব সৃষ্টির আদি হইতে শুরু হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথম জিব্রাইল (আঃ) আদি মানব আদম (আঃ) এর জন্য শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আদম (আঃ) এর উপর তাঁহার সন্তান বৃন্দের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। অতঃপর এই শিক্ষা শুভ ও হেয় উভয় পথে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে পরিচালিত এবং নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া আজ এই বিংশ শতাব্দীতে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। অগণিত পত্র পুষ্পে ও ফলভারে সে বৃক্ষ আজ অবনমিত, কিন্তু আফ্‌ছোছ! এই বিরাট জ্ঞান বৃক্ষের বিচিত্র স্বাদ বিশিষ্ট ফলরাজি মানুষকে প্রকৃত তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না তাহার অন্তরের বাঞ্ছিত শান্তি এবং আত্মার সন্তুষ্টি আনয়নে সক্ষম হইতেছে না। কিন্তু কেন হইতেছে না তাহা এখন গভীর ভাবে চিন্তা করিবার এবং উহার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই অনুসন্ধান কার্য্য চালাইতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা ও বিচার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

বর্ত্তমানে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত দেশই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শে গঠিত। সুতরাং ইউরোপ শিক্ষার যে আদর্শ অনুসরণ করিতেছে, ইউরোপ

* "Education is the conscious physical & mental influence exerted on in childhood & youth in order to bring him to a higher consciousness & to develop all his faculties & Powers."

Neimeyer. vide A history of Education by F. V. N. Painter, page. 295

"Influences which are intentionally brought to bear upon the individual. by those who are in a position superior in some respects to his own.

James welton— Principles & Methods of Teaching. page— 4

www.ahlehadeethbd.org

প্রভাবিত দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সেই আদর্শই গৃহীত এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার ইউরোপের শিক্ষা নীতির মূল ভিত্তি গ্রীক দর্শন। সুতরাং গ্রীকদের শিক্ষা দর্শন হইতেই আমাদের আলোচনা শুরু করিতে হইবে।

গ্রীসের উপর যখন ইতিহাসের আলোক পতিত হয় তখন দেখা যায় গ্রীস দ্বন্দ্বরত কতকগুলি প্রতিযোগী নগর রাজ্যের (city states) সমষ্টি। তন্মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্স সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপবিষ্ট। এই দুই নগর রাজ্যের ইতিহাসই প্রকৃত পক্ষে গ্রীসের সভ্যতা ও গৌরবের ইতিহাস। স্পার্টানরা ছিল বলিষ্ঠ ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীগণের দেহকে বলিষ্ঠ, শক্তিশালী এবং সহনশীল করিয়া গড়িয়া তোলা যেন তাহারা তাহাদের প্রাচীর বেষ্টিত নগর-রাজ্যটিকে চতুর্দ্দিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে এবং বিদেশে নিজ রাজ্যের যশ ও মান বর্দ্ধিত করিতে পারে। এই শিক্ষাকে (Martial Education) বা সামরিক শিক্ষা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "সুন্দর দেহে সুন্দর আত্মা গড়িয়া তোলা' A beautiful soul in a beautiful body. এই ছিল এথেন্সের শিক্ষাগত উদ্দেশ্য। এই জন্য এই শিক্ষাকে Esthetic Education বা সৌন্দর্য্য চর্চ্চার শিক্ষা বলা হইয়াছে। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টট্‌ল তাঁহাদের শিক্ষা দর্শনের সাহায্যে এথেন্সের শিক্ষা নীতির উৎকর্ষতা সাধন করেন। সক্রেটিসের মতে উত্তম চরিত্র good conduct গঠনই শিক্ষার সর্ব্বোত্তম আদর্শ। প্লেটোর মতে যে শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতার বিকাশ সাধন করিতে পারে তাহাই উত্তম শিক্ষা। * প্রবৃত্তির শাসন, সাহসের উদ্দীপন এবং বুদ্ধির বিকাশ এই ত্রিবিধ কার্য্য সাধিত হইলেই তাঁহার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তাহা হইলেই রাজ্যের জন্য যাহা আবশ্যক— অর্থাৎ বিবেচক নাগরিক, সাহসী যোদ্ধা এবং বুদ্ধিদীপ্ত বিচারক ও শাসক পাওয়া যাইবে। গুণানুশীলনই (Practice of virtue) এরিষ্টট্‌লের শিক্ষা দর্শনের মর্ম্মকথা। তাঁহার মতে শরীরের পুষ্টি, সহজাত বৃত্তির উন্মেষ সাধন এবং যুক্তি-চর্চ্চা শিক্ষার্থীর জীবনে এই ত্রিবিধ বিকাশ শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

স্পার্টার শিক্ষা প্রণালীতে মানব শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি নিচয়ের বিকাশ সাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, তাই সেই শিক্ষা ছিল একদেশ দর্শী। আর এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৌন্দর্য্যের প্রতি অতিরিক্ত প্রাধান্য এবং নৈতিক শিক্ষার প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইত। প্লেটো ও এরিষ্টট্‌লের শিক্ষা দর্শনের ফলে রাজ্যের সমৃদ্ধিই মুখ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তির শিক্ষা ও বিকাশ প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত হইল। তাই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোককে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা হইত আর অগণিত সাধারণ লোককে শিক্ষার আওতা হইতে দূরে রাখা হইত। কৃষক, শিল্পী, নারী এবং দাসশ্রেণী উপেক্ষিত হইল; শাসক, বিচারক এবং যোদ্ধা গণকেই সমস্ত সুযোগ প্রদান করা হইতে লাগিল।

রোমান সাম্রাজ্যের শিক্ষা নীতি প্রধানতঃ গ্রীক দর্শনের ধারা বহিয়াই চলিল। সাম্রাজ্য বিস্তার ও উহার সমৃদ্ধি সাধন এবং সম্পূর্ণরূপে পার্থিব ভোগের আদর্শে শিক্ষানীতি নির্দ্ধারিত হইল।— বিখ্যাত বাগ্মী ও দার্শনিক সিসেরোর (Cicero) কথা হইতেই এই নীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন, "রোমান বালক বালিকাদিগকে এই-রূপভাবে প্রতিপালিত করা হয় যেন তাহারা ভবিষ্যতে দেশের উপকারে আসিতে পারে। আমাদের দেশ আমাদিগকে এই জন্য জন্ম দিয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদান করিতেছে যে আমরা যেন আমাদের সমস্ত শক্তি, প্রতিভা এবং বুদ্ধিকে উহারই সেবায় নিয়োজিত করিতে পারি; সুতরাং আমরা এই শিক্ষাকেই গ্রহণ করিব যদ্বারা আমরা আমাদের রাজ্যের প্রয়োজন মিটাইতে পারি। উহারই ভিতর মহত্তম জ্ঞান এবং উচ্চতম নীতি নিহিত আছে

* A good education is that which gives to the body & to the soul all the beauty & perfection of which they are capable. A History of Educatin. Page – 68

www.ahlehadeethbd.org

বলিয়া মনে করি।" মহৎ নৈতিক আদর্শের অভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার ও ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজিত গ্রীসের অন্ধ অনুকরণ, বিলাস স্রোত, দুর্ব্বলের শোষণ, নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি পাপ রোমান সমাজ জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিল। তাহাদের শিক্ষা নীতিতে অন্তরের স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহ উন্মেষিত করার প্রচেষ্টা না থাকায়, স্নেহ, প্রীতি, সহানুভূতির উৎসও একরূপ শুষ্ক হইয়া যায়। তাই অগ্নিদগ্ধ রোমের করুণ দৃশ্য এবং উহার অগণিত নাগরিকের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়াও রোম সম্রাট নিরোকে বিকট উল্লাসে মাতিতে দেখা যায়, হিংস্র পশুর সহিত অভিযুক্ত মানুষের মৃত্যু সংগ্রামের (gladitorial combat in ampitheatre) নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখার জন্য নাগরিকগণকে বীভৎস্য আনন্দে মাতোয়ারা হইতে দেখা যায়।

খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের ফলে এই কলুষ স্রোত এবং মানুষের নিষ্ঠুর আচরণ অনেকখানি বন্ধ হইয়া যায় এবং বস্তুতান্ত্রিক ও সীমাবদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু খৃষ্টান পাদরী এবং মঠের সন্ন্যাসীগণের প্রচারিত পথে শিক্ষার আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তসীমায় চলিয়া যায়। মায়াময় পার্থিব জীবনের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রভৃতির কথা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া শুধু পরকালের মুক্তি লাভের আশায় কঠোর সন্ন্যাসব্রত এবং বৈরাগ্যের আদর্শে সীমাবদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা পরিচালিত হয়। প্রায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বাস্তবতাহীন মরীচিকাময় শিক্ষার পিছনে ঘুরপাক খাইতে খাইতে ইউরোপ অবশেষে ক্রুসেডের কল্যাণে ইছলামের উজ্জ্বল সভ্যতা এবং উদার ও বাস্তব শিক্ষার সংস্পর্শে আগমন করে। মুছলিম স্পেনের গ্রাণাডা কর্ডোভা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জ্ঞানান্বেসী শিক্ষার্থীর আগমন শুরু হয় এবং তাঁহারা তাঁহাদের অর্জ্জিত শিক্ষার আলোক ইউরোপের প্রত্যন্ত সীমায় প্রচার করিতে থাকে। ইউরোপের বড় বড় সহরে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গোড়া পত্তন হয় এবং ধীরে ধীরে ইউরোপবাসীর দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত মানসিক কুহেলিকার আবরণ অপসারণের কাজ শুরু হইয়া যায়।

অবশ্য দীর্ঘদিন বিভিন্ন ভাব ধারার সংঘাত ও ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে এবং বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রটেসট্যাণ্ট নেতা মার্টিন লুথার পার্থিব প্রয়োজন এবং অপার্থিব তত্ত্বের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন কিন্তু প্রতিদ্বন্দী রোমান ক্যাথোলিক চার্চ্চের জেসুইট শিক্ষকগণের কর্ম্মতৎপরতায় লুথারের শিক্ষানীতির গতিপথ বাধাগ্রস্থ হয় এবং ইউরোপের শিক্ষা আরও কিছুদিন প্রধানতঃ রক্ষণশীল সঙ্কীর্ণ ধারায় বহিতে থাকে। কিন্তু রিনেসাঁ ইউরোপ বাসীর মনের উপর স্বাধীন চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা ও বাস্তবতাবোধের যে প্রেরণা জাগ্রত করিয়া যায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা উদ্দীপিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের কতিপয় শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী, গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক, নাক্ষত্র এবং বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্ক্রিয়া (মুদ্রন, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র প্রভৃতি) তাহাদের অন্তর রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া দেয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে রাষ্ট্র বিপ্লব, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, জন জাগরণ, স্ত্রী স্বাধীনতার আন্দোলন; অন্যদিকে বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি, শিল্প বিপ্লব, উৎপাদিত পণ্যের কাট্‌তির জন্য পৃথিবীর বাজার দখলের ভীষণ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ইউরোপ-বাসীকে কর্ম্ম-চঞ্চল এবং পূর্ণ মাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক করিয়া তোলে এবং তাহাদের জীবনাদর্শ ও শিক্ষানীতির মধ্যে আবার বিরাট পরিবর্ত্তন আসে। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ পরিবর্ত্তিত নীতির মধ্যে নূতন ইন্ধনের সরবরাহ করিয়া উহাকে দ্বিগুন শক্তিশালী করিয়া তোলে। সৃষ্টিতত্ত্বের অলৌকিক রহস্য, স্থিতির কার্য্য-কারণ-পরম্পরা এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত মানুষের বুদ্ধি এবং যুক্তিতর্কের দ্বারাই মীমাংসার নীতি গৃহীত হয়। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা-নীতির উপর ইতিহাসের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া বুঝাইবার জন্যই আমি

www.ahlehadeethbd.org

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ধারার কিছুটা আভাস দিলাম। এখন এই ধারা শিক্ষা-তাত্ত্বিকগণের শিক্ষা নীতির উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

মিল্টনের (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগ) মতে যে শিক্ষা মানুষকে শান্তি এবং যুদ্ধ উভয় সময়ে সরকারী ও বেসরকারী সর্ব্ববিধ কাজ সঠিকভাবে নৈপুন্য ও মহানুভবতার সহিত সম্পাদনের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে তাহাই পূর্ণাঙ্গ ও উদার শিক্ষা। *

জন লকের (সপ্তদশ শতব্দীর শেষ ভাগ) মতে যে শিক্ষা দেহকে সবল এবং মনকে সুস্থরূপে গড়িতে পারে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। †

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদগণ খোদা প্রেরিত ধর্ম্ম 'Revealed religion' কে একদম অস্বীকার করিয়া বসেন। প্রকৃতি ও মানুষ এবং বিশেষ করিয়া 'মানুষ' তাহাদের নিকট শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ইঁহাদের প্রধান নেতা ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম উদ্গাতা জিয়ান জ্যাকেস রুশো (Jean Jacques Rousseau) তাঁহার শিক্ষা সংক্রান্ত সুবৃহৎ পুস্তক 'Emile' তে বলেন, It is a matter of little importance to me whether my pupil be destined for arms, for the church or for the bars .....to live is the business I wish to teach him. When he leaves my hands I acknowledge that he will be neither magistrate, soldier nor priest, he will be first of all a man. ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষা সমাপন্তে বিচারক, সৈনিক কি ধর্ম্মযাজকের ব্রত অবলম্বন করিবে তাহা শিক্ষকের লক্ষণীয় বিষয় নহে। সে সর্ব্ব প্রথম এক জন পূর্ণ পরিণত মানুষ হইবে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। "এ জগতে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে" ইহাই তাহাকে শিখাইতে হইবে।

সুইস্ শিক্ষা তাত্ত্বিক (Pestalozzi, 1840—1925) পেষ্টালট্সীর মতে মানব মনের স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং সমন্বিত বিকাশই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

নিরীশ্বরবাদী ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-তাত্ত্বিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। সুতরাং তাঁহার শিক্ষাদর্শনের মধ্যে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিই যে বিশেষ ভাবে অনুরনিত হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্র কি? তাঁহার মতে পার্থিব জীবন যাপনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতির নামই শিক্ষা, তিনি তাঁহার "Education; Intetelectual, Moral & physical" গ্রন্থে বলেন "আমরা কি ভাবে আমাদের দেহ এবং মনকে ব্যবহার করিব, কি ভাবে আমাদের কার্য্যাবলি সম্পাদন করিব, কি ভাবে পরিবার প্রতিপালন করিব, আমাদের নাগরিক আচরণ কি রূপ হওয়া উচিত, প্রকৃতি আমাদের সুখ প্রদানের জন্য যাহা কিছু দান করে আমরা কি ভাবে তাহা কাজে লাগাইব, আমাদের অন্তর্নিহিত বৃত্তি নিচয় কি ভাবে নিজেদের এবং অপরের কল্যাণে প্রয়োগ করিব - এক কথায় পূর্ণ পরিণত জীবন কি ভাবে যাপন করিব শিক্ষা আমাদিগকে তাহাই শিখাইয়া দিবে।"

যন্ত্র সভ্যতার বৃহদাগার আমেরিকার শিক্ষাবিদ্গণও ইউরোপের শিক্ষানীতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শিক্ষার ব্যবহারিক দিককেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন; শিক্ষার নৈতিক এবং ধর্ম্মীয় আদর্শ আধুনিক শিক্ষানীতির মধ্যে কোথাও বড় একটা স্থান পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাব্রতী হোরেস ম্যান (Horace mann) mind growth' বা মনোবিকাশকেই শিক্ষার এক মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ন্যায়ানুশীলন সম্বন্ধে তাহার অভিমত এই যে "আমরা আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন এজন্য নয় বরং ন্যায়ের খাতিরেই ন্যায়ানুভব ও ন্যায় কার্য্য সম্পাদন করিব।

* "I call a complete & generous education that which fits a man to perform justly, skilfully & magnanimously all the offices both private & public, of peace & war." Milton.

† "A Sound mind in a sound body ..... he that has these two has little more to wish for." john Locke.

www.ahlehadeethbd.org

("We ought to do & feel right because it is right, not because God commands it" — a History of Education. page 334) কিন্তু ইহাও art for art's sake, Truth for its own sake. প্রভৃতি প্রতারণা মূলক তত্ত্বের ন্যায় বিভ্রান্ত-কারী বাণী ভিন্ন আর কিছুই নহে! ন্যায় কোন স্বয়ং সত্য বস্তু নহে। ন্যায় অন্যায় চিনিবার একমাত্র উপায় উর্দ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত শিক্ষক গণের আদেশ ও নিষেধ মূলক নির্দ্দেশাবলী।

আমেরিকা এবং ইউরোপের যে সব দেশের শিক্ষা নীতির কথা উল্লেখ করিলাম তথায় শিক্ষার ব্যবহারিক দিকে বিশেষ এবং প্রয়োজনোতিরিক্ত জোর দেওয়া হইলেও ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বাসন দেওয়া হয় নাই। সর্ব্বত্রই বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের কিছু কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা পাঠ্য তালিকায় প্রচলিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু কমুউনিষ্ট রাশিয়ায় ধর্ম্ম শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের চতুঃসীমাতেই ঢুকিতে দেওয়া হয় না। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গণ সেখানে প্রতারক ও প্রবঞ্চক বলিয়া কীর্ত্তিত হন এবং বলশভিজ্‌মের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন ও বর্ত্তমান পরিচালক স্টালিনকে শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্ট্যালিনের সহযোগিণী প্রসিদ্ধ নারী শিক্ষাবিদ্ এন্ কে ক্রুপস্কায়ার (N. K. Krupskaya) উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, The entire work of education must be so organised as to take into account the ideal image of the new man as personified in Lenin & Stalin * অর্থাৎ লেনিন এবং স্ট্যালিনের মধ্যে নব মানবের যে রূপ প্রতিমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আদর্শ প্রতীক সম্মুখে রাখিয়াই শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন রূপী শক্তি ও ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া একটি সুনির্দ্ধারিত ছাচে সকলকে যন্ত্রবৎ গঠিত করার আয়োজন করিতে হইবে। রাশিয়ার সমস্ত অধিবাসীর স্বর্গীয় সুখের কল্পিত কাহিনী যত আড়ম্বর সহকারেই প্রচারিত হউক না কেন সেখানে মানুষ যে তাহার মনুষ্যত্ব ও স্বাধীন সত্ত্বা হারাইয়া ফেলিয়া রাষ্ট্র রাক্ষসের কঠোর শাসনে প্রাণহীন যন্ত্র ও কল-কব্‌জায় পরিণত হইয়াছে সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা গ্রীক শিক্ষা দর্শন হইতে শুরু করিয়া রাশিয়ার অত্যাধুনিক শিক্ষা-নীতি পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় আড়াই সহস্র বৎসরের যে ইতিহাস আলোচনা করিলাম তাহা অপূর্ণ হইলেও পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি এবং উহার বর্ত্তমান ধারা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়। মধ্য যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্পর্ক শূন্য আর প্রাচীন এবং আধুনিক শিক্ষাকে দেখি জাগতিক প্রয়োজনের সীমা রেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে পরিপুষ্ট দেহ ও বিকশিত মন প্রস্তুত হয় তাহা এই জগতের মৃত্তিকাকে কেন্দ্র করিয়াই ধূলি উড়াইতে থাকে। ন্যায়ের অনুশীলন এবং সর্ব্বমানবতার সেবার গাল-ভরা গল্প কোন কোন শিক্ষাবিদের প্রচারিত নীতিতে উল্লিখিত হইলেও আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে তাহা ইউরোপীয় সমাজ জীবনে এক ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইয়াছে। এই শিক্ষা মানুষের অন্তরে সম্পদ বৃদ্ধির দুর্নিবার লোভ এবং ঐশ্বর্য্যের ভোগ-লিপ্সা জাগ্রত করিয়া মানুষকে শোষণের পথে প্ররোচিত করিয়াছে এবং তাহার বিচার শক্তিকে খর্ব্ব এবং বিবেককে টুটি চাপিয়া হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে; স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত সৃষ্টি করিয়া আল্লার সুন্দর পৃথিবীকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাউক। ম্যাকলেকে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার জনক বলা হইয়া থাকে। তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহার শিক্ষা তত্ত্ব সম্বন্ধে রিপোর্ট (Minutes) দাখিল করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ডেভিড হেয়ার (David Hare) এবং আলেকজাণ্ডার ডাফ (Alexander Duff) ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখেন। ডেভিড হেয়ারের উদ্দেশ্য ছিল ভারত-বাসীকে ইংরাজী ভাবাপন্ন করিয়া

Soviet Land vol:— 11, No 6 - Page - 6

www.ahlehadeethbd.org

তোলা আর মিশনারী ডাফেরে উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার ভিতর দিয়া সুকৌশলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি ভারতবাসী দিগকে আকৃষ্ট করা। মুছলমানের বেলায় এই প্রচেষ্টা সফল না হইলেও হিন্দুগণের এক শ্রেণী সহজেই তাঁহাদের ফাঁদে ধরা দেয় এবং ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব মনেপ্রাণে স্বীকার করিয়া লইয়া আপন ধর্ম্ম, ভাষা এবং কৃষ্টিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে থাকে। এই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্ভব এবং উহার কর্ম্ম-তৎপরতার ফলে হিন্দু সমাজের দুর্ব্বল মানসিকতা (inferiority complex) দূর হইতে শুরু হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা", "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যাহা হোক, ম্যাকলের রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব্ব প্রস্তুত কৃত ক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল, দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমে ক্রমে উহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কোনরূপে এনট্রান্স পাশ করিতে পারিলেই তখনকার দিনে কেরাণী বা ক্ষুদে অফিসার হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ও সসম্মানে জীবন যাপন করা যাইত। কিন্তু মুছলমানগণ আলেম বৃন্দের উপদেশানুসারে দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত এই শিক্ষার প্রতি অসহযোগিতা এবং ঔদাসিন্য দেখাইতে থাকে। কারণ তাহারা ইংরাজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতি ও উহার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে সম্যক্ ওয়াকেফ হাল ছিলেন। এই শিক্ষানীতি যে মুছলমানগণের ধর্ম্মীয় রুহ এবং তাহাদের তামাদ্দুনিক ভাবধারাকে বিনষ্ট করিয়া লাদিনি আদর্শে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিবে হক্কানি আলেমবৃন্দ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। কালের কুটিল-চক্রে ও অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্য হইয়া পরে তাহাদিগকে স্বীকার এবং গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু কালক্রমে আলেমগণের আশঙ্কা সত্যই বাস্তব আকার ধারণ করিল। ইছলামী শিক্ষার আবহাওয়া হইতে বঞ্চিত, বিজাতীয় ইতিহাস ও বিধর্ম্মী ভাবধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের হৃদয়মন, শিরা উপশিরা অনুরূপ ভাবে গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে তাহাদের কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা, আচরণ ব্যবহার, রীতিনীতি ও পোষাক পরিচ্ছদে উক্ত শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ প্রকটিত হইয়া উঠিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির মধ্যে আমরা যে দোষ ত্রুটী লক্ষ করিয়ছি,—ভারতে প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ভিতর সে সমস্ত ছাড়াও অতিরিক্ত মারাত্মক দোষ এই ছিল যে শিক্ষার্থীদিগকে সংসারের ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা হইত না। শিক্ষার্থীগণ যাহাতে বিশ্বস্ত রাজ কর্ম্মচারী এবং সাম্রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত অস্ত্রে পরিণত হয়—সেই দিকে লক্ষ রাখিয়াই ভারতের শিক্ষানীতি নির্দ্ধারিত হইত।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে স্বায়ত্ত শাসনের যুগে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ যখন দেশীয় কর্ত্তৃত্বে হস্তান্তর শুরু হয়, মুছলমানগণ তখন নূতন করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। হিন্দুগণ শিক্ষায় অগ্রগামী থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তৃত্বভার প্রধানতঃ তাহাদের হাতেই চলিয়া যায়; পরিচালনের সিংহভাগ তাহাদের হস্তে যাওয়ায় শিক্ষানীতিও তাঁহাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে পরিচালনায় হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পাঠ্য পুস্তকে হিন্দু ভাবধারা প্রচারিত এবং মুছলমান ছাত্রদিগকেও তাহা গলাধঃকরণ করিতে হয়। অতঃপর মুছলমানগণের ধর্ম্মীয় আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজির জীবনদর্শনের আদর্শে এবং তাঁহারই প্রেরণায় ওয়ার্দ্ধাস্কীম নামে এক কুখ্যাত বেসরকারী গ্রাম্যকেন্দ্রীক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় এবং মুছলমানগণের সমবেত প্রতিবাদ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ সমূহে উহা বলবৎ করার চেষ্টা হয়। এই শিক্ষা-পরিকল্পনার পিছনে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র নিহিত ছিল। মুছলমান ছাত্র গণের মনে যাহাতে ইছলাম ধর্ম্ম এবং তাহার প্রবর্ত্তক (দঃ) সম্বন্ধে একটী সঙ্কীর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়, প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ এবং আর্য্য সভ্যতা সম্বন্ধে যাহাতে সুউচ্চ ধারণার উদ্ভব হয় এবং

www.ahlehadeethbd.org

অখণ্ড ভারতের ভৌগলিক জাতীয়তার গৌরব তত্ত্ব যাহাতে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়—এক কথায় মুছলমানের চিন্তা, চরিত্র এবং কার্য্যধারা দুই যুগের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহাতে ভারতীয় হিন্দুগণের সহিত তাহারা একাকার হইয়া যাইতে পারে তাহারই সুকৌশল ব্যবস্থা ইহাতে লুক্কায়িত রাখা হয়।

কিন্তু আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহে এবং ভারতীয় মুছলমানগণ তাহাদের সমবেত চেষ্টায় হিন্দুর ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করিয়া এবং ইংরাজের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বাধীন-সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন ইছলামি আদর্শে তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার সুযোগ করায়ত্ত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার ইছলামি আদর্শ কী, পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের সহিত উহার মূলগত পার্থক্য কোথায় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহ এপর্য্যন্ত কি ভাবে কতদূর উহা রূপায়িত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে ইন্‌শা আল্লাহ্ আগামী সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

شرح الحديث النبوية

হাদিছের ব্যাখ্যা

রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার প্রতি ঈমান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চল্লিশ হাদিছ

(মুছ্‌নাদের নিয়মে সঙ্কলিত)

.....আল্ মোহাম্মদী।

দ্রষ্টব্য ঃ সাংকেতিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

১। কছির = তফ্‌ছির ইব্‌নে কছির।
২। কন্‌য = কন্‌যুল উম্মাল।
৩। ছাআদ = তাবাকাতে ইব্‌নে ছাআদ।
৪। জরির = তফ্‌ছির ইব্‌নে জরির।
৫। তাবা = তাবারানি।
৬। তির্‌ = ছুননে তিরমিযি।
৭। দার্‌ = দার্‌মি।
৮। নঈম = আবুনঈম।
৯। নববী = নববীর শর্‌হে মুছলিম।
১০। ফত্‌হ = ইব্‌নে হজ্‌রের ফত্‌হুলবারী
১১। বয্‌যার = মুছ্‌নাদে বায্‌যার।
১২। বুখারী = ছহিহ্ বুখারী।
১৩। মন্‌যর = ইব্‌নুল মন্‌যর।
১৪। মন্‌ছুর = তফ্‌ছির ছুরুরে মন্‌ছুর।
১৫। মর্দ্দ = ইব্‌নো মার্দ্দওয়ে।
১৬। মুছ্‌ = মুছ্‌নাদে ইমাম আহ্‌মদ।
১৭। মুছলিম = ছহিহ্ মুছলিম।
১৮। যাওয়ায়েদ = মাজ্‌মাউয যাওয়ায়েদ।
১৯। হাকেম = মুছ্‌তাদ্‌রকে হাকেম।
২০। হিব্‌ = ইব্‌নে হিব্বান।

জাবির বিনে আবদুল্লাহর (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হাদিছ সমূহ।

প্রথম হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

اعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلى :

نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجدا و طهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلوة فليصل واحلت لى المغانم ولم تحل لاحد قبلى و اعطيت الشفاعة و كان النبى يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة -

www.ahlehadeethbd.org

আমাকে পাঁচটী বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, (যাহা) আমার পূর্ব্বে অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার শক্তিদ্বারা আমাকে ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে এবং আমার জন্য মৃত্তিকাকে উপাসনালয় ও পবিত্র করা হইয়াছে, অতএব আমার উম্মতের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির যে কোন স্থানে নমাযের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে (সেই স্থানেই) নমায পড়িতে হইবে এবং আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ লুণ্ঠন উপভোগ করার কার্য্যকে বৈধ করা হইয়াছে। আমার পূর্ব্বে অন্য কাহারো জন্য উহা বৈধ করা হয় নাই এবং আমাকে 'শাফাআৎ' প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে নবী শুধু তাঁহার স্বগোত্রের জন্য নির্দ্দিষ্টরূপে প্রেরিত হইতেন কিন্তু আমি মানব-মণ্ডলীর জন্য সার্ব্বজনীন রূপে প্রেরিত হইয়াছি — বুখারী।

দ্বিতীয় হাদিছ।

জারির (রাঃ) এর দ্বিতীয় রেওয়ায়তে لم يعطهن احد বাক্যের পর من الانبياء সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং المغانم শব্দের স্থানে الغنائم বর্ণিত হইয়াছে এবং الى الناس عامة বাক্যের স্থানে الى الناس كافة স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শাফাআতের কথা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। গনম, মগ্‌নম ও গনিমৎ শব্দত্রয়ের অর্থ অভিন্ন *। উল্লিখিত শাব্দিক পরিবর্ত্তনের পর তাৎপর্য্যের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা এই :

আমার পূর্ব্বে নবীগণের মধ্যে কাহাকেও উক্ত পাঁচটী বিষয় দেওয়া হয় নাই এবং আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি,— বুখারী।

তৃতীয় হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

كل نبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى كل احمر واسود -

"সকল নবী তাঁহার স্বগোত্রের জন্য নির্দ্ধারিত-রূপে প্রেরিত হইতেন, আর আমি সকল লোহিত বর্ণ ও কৃষ্ণকায়দের জন্য প্রেরিত হইয়াছি।" এই রেওয়ায়তে মৃত্তিকাকে উপাসনালয়, পবিত্র ও বিশুদ্ধ (طيبة) বলা হইয়াছে,— মুছলিম।

চতুর্থ হাদিছ।

এই হাদিছের রেওয়ায়তে বলা হইয়াছে :— আমার পূর্ব্বে অন্য কোন নবীকে উক্ত বিষয়গুলি প্রদত্ত হয় নাই। নবী তাঁহার স্বগোত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট রূপে প্রেরিত হইতেন আর আমি মানব জাতির জন্য সার্ব্বজনীন ভাবে প্রেরিত হইয়াছি। যুদ্ধের লুণ্ঠন সম্বন্ধে এই হাদিছে বলা হইয়াছে : আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের জন্য উহা হারাম করা হইয়াছিল। এই রেওয়ায়তের তাৎপর্য্যে নিম্নলিখিত বাক্য অতিরিক্ত ভাবে সন্নিবেশিত আছে : আমাদের শত্রুগণ এক মাসের দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আমাদের জন্য সন্ত্রাসিত হইয়া থাকে,- দারমী।

لم يعطهن نبى قبلى كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة - حرمت على من كان قبلى يرعب منا عدونا مسيرة شهر

পঞ্চম হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

بعثت الى الاحمر والاسود و كان النبى انما يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

আমাকে লোহিতকায় ও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। নবী ইতিপূর্ব্বে শুধু আপন গোত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট রূপে প্রেরিত হইতেন এবং আমি মানব সমাজের জন্য সার্ব্বজনীন ভাবে প্রেরিত হইয়াছি,— আহমদ।

আবু হোরায়রা (রাঃ) এর প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদিছ সমূহ।

ষষ্ঠ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

১। বুখারী— ফত্‌হ সহ— তায়াম্মুম : (১) ৩৬৯ পৃঃ।
২। ঐ ঐ —ছালাৎ : (১) ৪৪৪ পৃঃ।
* মুখ্‌তারুছ্ ছিহাহ : ৪৯৩ পৃঃ।
৩। মুছলিম, নববী সহ — মছজিদ : (১) ১৯৯ পৃঃ।
৪। দারমি — ছালাৎ — ১৬৮ পৃঃ।
৫। মুছ্‌ : (৩) ৩০৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، واحلت لى الغنائم و جعلت لى الارض طهورا ومسجدا، وارسلت الى الخلق وختم بى النبيون -

আমি ছয়টী বিষয়ে সমুদয় নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাকে ভাষার আলঙ্কারিক সম্পদ (সংক্ষিপ্ত কথায় বিস্তৃত তাৎপর্য্য সম্বলিত concise and comprehensive বাক্য বিন্যাসের ক্ষমতা) প্রদত্ত হইয়াছে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারা আমাকে বলীয়ান করা হইয়াছে এবং আমার জন্য যুদ্ধের লুঠকে উপভোগ্য করা হইয়াছে। মাটিকে আমার জন্য পবিত্র এবং উপাসনালয় করা হইয়াছে এবং আমি সৃষ্টি জগতের জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার দ্বারা নবীগণের আগমন শেষ করা হইয়াছে,— আহ্‌মদ, মুছ্‌লিম ও তিরমিযি।

সপ্তম হাদিছ।

এই রেওয়ায়তের মত্‌নে (Text) বলা হইয়াছে :—

وارسلت الى الخلق كافة -

এবং আমি সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হইয়াছি,— আহ্‌মদ।

অষ্টম হাদিছ।

এই হাদিছে কথিত হইয়াছে :—

ارسلت الى الناس كافة -

আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি,— ইব্‌নে ছাআদ।

নবম হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، ويؤمنوا بى و بما جئت به، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم على الله -

যতক্ষণ না মানুষেরা সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু নাই এবং আমার প্রতি ঈমান স্থাপন না করিবে এবং যাহা লইয়া আমি আগমন করিয়াছি (ইছ্‌লাম—কোরআন) তাহা বিশ্বাস না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। উপরোক্ত সাক্ষ্যদান ও ঈমান স্থাপনার পর তাহারা তাহাদের রক্ত (প্রাণ) ও ধন আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া আমার নিকট হইতে সুরক্ষিত করিয়া লইল এবং তাহাদের আচরণের হিসাব আল্লাহ গ্রহণ করিবেন,— মুছ্‌লিম।

দশম হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

والذى نفسى بيده (عند مسلم : نفس محمد بيده) لايسمع بى احد من هذه الامة يهودى او (عند مسلم : ولا) نصرانى ثم يموت ولا (عند مسلم : ولم) يؤ من بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار -

যাহার হস্তে আমার প্রাণ আছে (মুছ্‌লিমের রেওয়ায়ৎ অনুসারে : মোহাম্মদের প্রাণ আছে), তাহার শপথ! এই উম্মতের যে ইয়াহুদী অথবা যে খৃষ্টান আমার কথা শ্রুত হওয়া সত্ত্বেও আমি যে নবুওৎ সহকারে প্রেরিত হইয়াছি, তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন করিবে না, সে নারকী (হইবে), —আহ্‌মদ ও মুছ্‌লিম।

একাদশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

بعثت الى الناس كافة الى كل ابيض و احمر -

আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি, সকল শ্বেতাঙ্গ ও লোহিত কায়ের জন্য। আমাকে 'শাফাআৎ' প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু

فادخرتها لامتى يوم القيامة -

৬। মুছ্‌ঃ (২)৪১২; মুছ্‌লিম - নর্ব বী : (১)১৯৯পৃঃ।
৭। মুছ্‌ঃ (২) ৪১২ পৃঃ।
৮। ছাআদ, প্রঃ (১)—১ : ১২৮ পৃঃ।
৯। মুছলিম—ঈমান : (১) ৩৭ পৃঃ।
১০। „ (১) ৮৬ পৃঃ; কছির : (৪) ২৫৪ পৃঃ।
১১। মন্‌ছুর : (৫) ২৩৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আমি উহা কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের জন্য সঞ্চিত (স্থগিত) রাখিয়াছি,— ইব্নুল মন্যর।

দ্বাদশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

الحمد لله الذى ارسلنى رحمة للعالمين و كافة للناس بشيرا و نذيرا –

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে সকল বিশ্বের জন্য রহমৎ রূপে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ বাহী ও সতর্ক কারী করিয়াছেন,— ইব্নে জরির।

ত্রয়োদশ হাদিছ।

আল্লাহ তদীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কে বলেন :—

ارسلتك الى الناس كافة بشيرا و نذيرا وشرحت لك صدرك و وضعت عنك وزرك و رفعت لك ذكرك –

আপনাকে সমগ্র মানবের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করিয়া পাঠাইয়াছি, আপনার হৃদয়কে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং আপনার বোঝা আপনার উপর হইতে অপসারিত এবং আপনার নামকে সমুন্নত করিয়াছি,— ইব্নে জরির।

চতুর্দ্দশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

فضلنى ربى بست : اعطانى فواتح الكلم و خواتيمه و جوامع الحديث و ارسلنى الى الناس كافة بشيرا و نذيرا –

আমার প্রভু আমাকে ছয়টী বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন : আমাকে বাক্যের সূচনা এবং তাহার সমাপ্তি এবং ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন,—— ইব্নে জরির।

আবুযর গিফারির (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদিছ সমূহ।

পঞ্চদশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

اعطيت خمساً لم يعطهن نبى قبلى : بعثت الى الاحمر والاسود وجعلت لى الارض مسجدا و طهورا و احلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى، ونصرت بالرعب شهرا يرعب منى العدو مسيرة شهر – و قيل لى : سل تعطه، فاختبات دعوتى شفاعة لامتى، و هى نائلة منكم ان شاءالله تعالى من لا يشرك بالله شيئا –

আমাকে পাঁচটী বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা আমার পূর্ব্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয় নাই। আমি লোহিত ও কৃষ্ণকায়গণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আমার জন্য মাটিকে উপাসনার স্থান ও পবিত্র করা হইয়াছে। যুদ্ধে লুণ্ঠিত সামগ্রী আমার জন্য বৈধ করা হইয়াছে, আমার পূর্ব্বে কাহারো জন্য উহা উপভোগ করা বিধিসঙ্গত ছিলনা এবং আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, শত্রু এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে আমার জন্য ত্রাসিত হইয়া উঠে এবং আমাকে বলা হইয়াছে : প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে, কিন্তু আমি আমার যাচ্ঞা আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য স্থগিত রাখিয়াছি; আল্লাহর অভিপ্রায় হইলে, তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর সহিত শির্ক করে নাই, তাহারা উহা (আমার শাফাআৎ) প্রাপ্ত হইবে,— আহ্মদ, দার্মি, তাবারানি, ইবনে-হিব্বান ও হাকেম।

ষোড়শ হাদিছ।

সামান্য শাব্দিক পরিবর্ত্তন সহকারে উল্লিখিত হাদিছ ইমাম আহ্মদ স্বতন্ত্রভাবে সঙ্কলিত করিয়াছেন।

১২। জরির : (১৫) ৯ পৃঃ।
১৩। ঐ ঐ।
১৪। ঐ ঐ।

১৫। মুছ্ : (৫) ১৪৮ পৃঃ; দার্—যুদ্ধ : ৩২৬ পৃঃ; কন্য : (৬) ১০৯ পৃঃ।
১৬। মুছ্ : (৫) ১৪৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আম'শ বলেন : মুজাহিদের অভিমত অনুসারে লোহিতের তাৎপর্য্য মানুষ আর কৃষ্ণের অর্থ হইতেছে, জিন—দানব।

সপ্তদশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

بعثت الى كل احمر و اسود

আমি সমুদয় লোহিতবর্ণ ও কৃষ্ণকায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছি,— আহমদ।

হাফিয হায়ছামি বলেন : এই হাদিছের ছনদের পুরুষগণ সকলেই বুখারীর রাবী। ✝

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস (রাযিঃ) এর বাচনিক বর্ণিত হাদিছ সমূহ।

অষ্টাদশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছে :

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى' ولا اقوله فخرا : بعثت الى كل احمر واسود' فليس من احمر ولا اسود يدخل فى امتى الا كان منهم' وجعلت لى الارض مسجدا –

আমাকে পাঁচটী বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে (যাহা) আমার পূর্ব্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, আর আমি এ কথা গৌরব প্রকাশ-করার জন্য বলিতেছিনা। আমি সমুদয় লোহিত ও কৃষ্ণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। লোহিত ও কৃষ্ণগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে আমার উম্মৎ শ্রেণীতে প্রবেশ করিবে, অথচ সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর মাটিকে আমার জন্য উপাসনালয় করা হইয়াছে,—আহমদ।

উনবিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

بعثت الى الناس كافة : الاحمر والاسود

আমি সমগ্র মানবের জন্য প্রেরিত হইয়াছি—লাল এবং কালো।—আহমদ ও হাকিম-তিরমিযি। ইবনে কছির বলেন, এই হাদিছের ইছনাদ উৎকৃষ্ট। হায়ছমি বলেন, রাবীগণ ইয়াযিদ বিনে যিয়াদ ব্যতীত সকলেই বুখারীর পুরুষ এবং ইবনে যিয়াদ হাছানুল হাদিছ। ✝

বিংশ হাদিছ।

এই রেওয়ায়তে উল্লিখিত উক্তির পর সন্নিবেশিত হইয়াছে :—

وانما كان النبى يبعث الى قومه

ইতিপূর্ব্বে নবী শুধু আপন গোত্রের জন্য প্রেরিত হইতেন,— ইবনে মর্দ্দওয়ে।

একবিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

ارسلت الى الاحمر والاسود و كان النبى يرسل الى قومه خاصة

আমি লোহিত ও কৃষ্ণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, নবী ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ভাবে স্বগোত্রের জন্য প্রেরিত হইতেন,—তাবারানি ও বায্যার।

দ্বাবিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

اعطيت خمسا لم يعطها احد قبلى من الانبياء جعلت لى الارض طهورا ومسجدا و لم يكن من الانبياء يصلى حتى يبلغ محرابه ونصرت بالرعب مسيرة شهر يكون بين يدى الى المشركين فيقذف الله الرعب فى قلوبهم وكان النبى يبعث الى خاصة قومه وبعثت انا الى الجن والانس و كانت الانبياء يعزلون الخمس فتجئ النار فتأكله وامرت انا ان اقسمها فى فقراء امتى ولم يبق نبى الا اعطى شفاعة واخرت انا شفاعتى لامتى –

আমাকে পাঁচটী বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যেগুলি আমার পূর্ব্বে নবীগণের মধ্যে কাহাকেও দেওয়া

১৭। মুছ (৫) ১৬২ পৃঃ।
✝ যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৯ পৃঃ।
১৮। মুছ : (১) ২৫০ পৃঃ।
১৯। মুছ : (১) ৩০১ পৃঃ ; কন্‌য (৬) ১০৯ পৃঃ।
✝ কছির : (৪) ২৫৩ পৃঃ ; যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৮ পৃঃ।
২০। মনছুর : (৫) ২৩৭ পৃঃ।
২১। যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৮ পৃঃ, কন্‌য (৬) ১০৯পৃঃ।
২২। ঐ (৮) ২৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হয় নাই। আমার জন্য মাটিকে পবিত্র ও উপাসনালয় করা হইয়াছে। নবীগণ তাঁহাদের উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পৌছা পর্য্যন্ত নমায পড়িতে পারিতেন না এবং আমার সম্মুখস্থ এক মাসের পথের দূরত্ব পর্য্যন্ত সন্ত্রাসিত করার শক্তি আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, মুশরেকগণের মনে সেই স্থান হইতেই আল্লাহ ত্রাসের সঞ্চার করিয়া থাকেন। নবী আপন গোত্রের জন্য বিশেষ করিয়া প্রেরিত হইতেন আর আমি দানব ও মানবের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি। নবীগণ যুদ্ধে লব্ধ সম্ভারের পঞ্চমাংশ পরিত্যাগ করিতেন আর আগুন আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিত এবং আমি আমার উম্মতের দরিদ্রদের মধ্যে উহা বিতরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং সকল নবীকেই শাফাআতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা অপূর্ণ রাখেন নাই কিন্তু আমি আমার শাফাআতের অনুমতিকে আমার উম্মতের জন্য স্থগিত রাখিয়াছি—বায্যার।

(ঙ) আম্রবিনেশুআইব-পিতা-পিতামহ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদিছ।

ত্রয়োবিংশ হাদিছ।

তবুক অভিযানের বৎসরে রছুলুল্লাহ (দঃ) নৈশ নমাযের জন্য উত্থান করিলেন, তাঁহার একদল সহচর তাঁহার পশ্চাতে তাঁহাকে পাহারা দিবার জন্য সমবেত হইলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) নমায সমাপ্ত করিয়া তাঁহাদের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিলেন :—

لقد اعطيت الليلة خمسا ما اعطيهن احد
قبلى اما انا فارسلت الى الناس كلهم كافة عامة
وكان من قبلى انما يرسل الى قومه

অদ্য রজনীতে আমাকে পাঁচটী বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা আমার পূর্ব্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই : আমাকে সমগ্র মানবের জন্য সর্ব্বব্যাপক ও সার্ব্বজনীন ভাবে প্রেরণ করা হইয়াছে, আমার পূর্ব্বে শুধু নির্দ্দিষ্ট গোত্রের জন্য রছুল প্রেরণ করা হইত, আহমদ ও হাকিম-তিরমিযি।

ইব্নে কছির বলেন : এই হাদিছের ছনদ উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ।

(চ) আবুমুছা আশ্আরির (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হাদিছ সমূহ—

চতুর্ব্বিংশ হাদিছ।

بعثت الى الاحمر والاسود

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আমি লোহিত ও কৃষ্ণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

—আহমদ ও তাবারানি।

হায়ছামি বলেন, রাবীগণ সকলেই বুখারীর পুরুষ। ইব্নে কাছির বলেন, এই হাদিছের ছনদ ছহিহ্।

পঞ্চবিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

من سمع بى من امتى يهودى اونصرانى
فلم يؤ من بى لم يد خل الجنة —

আমার উম্মতের মধ্যে, ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান, যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করিবে অথচ আমার উপর ঈমান স্থাপন করিবেনা সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে না,—আহমদ, মুছ্লিম।

২৩। মুছ্ : (২) ২২২ পৃঃ ; কন্য : (৬) ১০৯ পৃঃ। কছির : (৪) ২৫৩ পৃঃ।
২৪। মুছ্ : (৪) ৪১৬ ; কন্য : (৬) ১০৯ পৃঃ। যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৮ পৃঃ।
২৫। কছির : (৪) ২৫৪ পৃঃ।

দ্রষ্টব্য :—লেখক হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় চল্লিশ-হাদিছ এ মাসে সমাপ্ত হইলনা, ইন্শা-আল্লাহ আগামী বারে শেষ হইবে।

বিঃ দ্রষ্টব্য :—অনুগ্রহ পূর্ব্বক অষ্টাদশ হাদিছে রছুলুল্লাহ (দঃ) 'বলিয়াছে' স্থলে 'বলিয়াছেন' পড়ুন।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলমানের সামাজিক জীবন ও কৃষ্টি।

সমাজ চিত্র

সৈয়দ মোস্তাফা আলী বি, এ.
S. D. O. Pabna.

[আলোচনার বিষয় বস্তুসমূহের দুই একটী খুঁটিনাটির সহিত আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও আলোচনার বিস্তৃতাংশ ও উহার উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণরূপে মিল আছে,—সম্পাদক, তরজুমানুল-হাদিছ।]

আট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "আল ইসলাহ" মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলাম—

"কিন্তু উৎসবেও আমরা পিছাইয়া পড়িয়াছি। আমরা ঈদকেও আনন্দের সহিত উপভোগ করি না—নবীদিবস যাপন করি না—শবেবরাতের আমোদ করিতে জানি না—আখেরী চাহারসম্বার খবর রাখি না—কাজেই আমাদের সামাজিক জীবন নিতান্ত প্রাণ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে—পর্ব্বাদি উপলক্ষে ছুটীর দিনে আমরা আলস্য বা গয়ের ইসলামী কাজে কাটাইয়া দেই।...প্রকৃত আলেম ও বিদ্বানের সমাদর আমাদের সমাজে নাই। তাঁহাদের স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছেন কয়েক জন অর্দ্ধ শিক্ষিত পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি। তাহারা সামাজিক প্রতিপত্তির বলে ধর্ম্ম-জীবনেও নিজ নিজ মত জাহির করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না—আর পরিতাপের বিষয় গোটা সমাজ তাঁহাদিগের এই ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করিয়া থাকে। আমাদের ইসলামী আচার ব্যবহার ও কায়দাকানুন ইহারা পদদলিত করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত চলাফেরা করিয়া থাকেন। ফলে আমাদের সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহার ও কৃষ্টি অত্যন্ত নীচুতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" (আল ইসলাহ, বৈশাখ, ১৩৪৮-৩০৯পৃঃ)। ইহার পর অনেক দিন গত হইয়াছে। দুনিয়ার বুকে অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ দুই বৎসরের উপর হইল, আমরা পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে কি কোন পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে? এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা দরকার। এমন কি, অল্প দিন হইল আমরা Objectives resolution (উদ্দেশ্য-প্রস্তাব) ও পাশ করিয়াছি। কিন্তু ফলে কি কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারিয়াছি? ইংরাজ আমলে আমরা যেভাবে চলাফেরা করিতাম ঠিক সেই ভাবেই চলিতেছি। সেই বিজাতীয় বেশ ভূষা, সেই বিজাতীয় হাব ভাব চাল চলন, উঠা বসা। ইহার মধ্যে একটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। উৎসবে পার্ব্বণে সেই একই ব্যবস্থা। শুধু আগে আমরা যেখানে রাজার আনুগত্য স্বীকার করিতাম, সেখানে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করি। যেখানে রাজার জন্মদিবস পালন করিতাম—সেখানে রাষ্ট্রনেতার জন্মদিবস পালন করি। আর উদ্‌যাপন করি, আমাদের 'আজাদীর' স্মরণার্থে বৎসর বৎসর বার্ষিক উৎসব। কিন্তু এই উৎসব গুলিকে আমরা সেই বিজাতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মতই পালন করি। ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলা এখনও আমরা ঢালিয়া সাজাই নাই। পাকিস্তান লাভের পর অনেক মুসলমান চাকুরী উপলক্ষে ও বসবাস করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আসিয়া স্থায়ী হইয়াছেন তাহাতে পাকিস্তানে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮০। ৯০ জন হইয়াছে। (ইহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন, কেননা অনেক ওলটপালট হইয়াছে ও এখন পর্য্যন্ত লোকগণনা Census হয় নাই)। এ ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও

www.ahlehadeethbd.org

আছেন। বৃটীশ শাসনে আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর কোন নিষেধ বিধি ছিল না—আজও নাই। কিন্তু নূতন রাষ্ট্র কি ধর্ম্মের কোন অনুশাসনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন? বা ধর্ম্মকর্ম্মের কোন অতিরিক্ত সুবিধা দান করিয়াছেন? এক একটী ধর্ম্মের অনুশাসনের যাচাই করা যাক। ধরুন নামাজের কথা বৃটীশ আমলেও প্রত্যহ্ জোহর ও আসরের নামাজ পড়ার সময়ের কোন অসুবিধা ছিল না—জুম্মার নামাজের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হইত। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গ সরকার মধ্যাহ্নে জোহরের নামাজ ও নাশতার জন্য মাত্র আধঘণ্টা সময় লিখিত পড়িত ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আফিস আদালতের সময় হইয়াছে ১০॥টা হইতে ৫॥টা ও জুম্মাবারে প্রথম আফিসের সময় নির্দ্দিষ্ট করেন ৯॥টা হইতে ১১॥টা।

১০॥টার সময় আফিসে হাজিরা দিয়া কাজ করিতে করিতে জোহরের নামাজের সময় সমাগত হইলে নানাবিধ প্রাকৃতিক পেশাব, পায়খানা হাজত হওয়া বিচিত্র নয়, সুতরাং ঐ আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজত আদায় করতঃ ওজু সমাপনান্তে নামাজ পড়িয়া নাশ্‌তা খাওয়া কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তবে ইহা কি বলিতে পারা যায় না—এই সময় যথেষ্ট নহে?

তার পর যখন শীতকালে দিন ছোট হইয়া আসে, তখন আসরের নামাজের ওয়াক্ত বেলা ৪টা হইতেই আরম্ভ হয়—৫॥টার সময় প্রায় আসরের নামাজের ওয়াক্ত গত হইয়া যায় ও ৫॥টার সময় আফিস হইতে বাহির হইলে, বাসায় পৌঁছিতে পৌঁছিতে অনেকের মগরবের নামাজ রাস্তায় গত হইবার উপক্রম হয়। এ সম্বন্ধে একজন "ভুক্তভোগী" কয়েকদিন হইল Pakistan Observer এ ১৬।১৭ নবেম্বর তারিখে লিখিয়াছেন। কিন্তু আসরের নামাজের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কোন অবকাশ ঘোষণা করা হয় নাই। রাস্তায় চলিতে চলিতে মগরিবের নামাজও কা'জা হওয়া বিচিত্র নহে। এখন বাকী থাকিল জুম্মার নামাজ। প্রথমটা ৯॥টা হইতে ১২॥টা পর্য্যন্ত আফিসের সময় ছিল, ঐ সময় আফিস হইতে ফিরিয়া (বিশেষতঃ শীতের দিনে) স্নানাহার সারিয়া জুম্মা পড়িতে গিয়া আমাদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। এমনকি আমার নিজের অনেক জুম্মা কাজা হইয়া যায়। ৮॥টায় রওয়ানা হইয়া ঠিক ১১॥টার সময় আফিস হইতে ফিরিলে জুম্মা আদায়ের সময় থাকে। কিন্তু এমনও অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে জরুরী কাজের জন্য অনেককে ১১॥টার পরেও আফিসে থাকিতে হইয়াছে—তখন তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়। সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে শুক্রবারে আফিস আদালত বন্ধ থাকাই উচিত—তৎপরিবর্ত্তে রবিবার খোলা রাখা যাইতে পারে।

সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে ১টা ২০ মিনিট হইতে ১টা ৫০ মিনিট পর্য্যন্ত জোহরের ছুটী। কিন্তু উহা নির্দ্দেশক কোন ঘণ্টা দেওয়া হয় না ও উহা সমগ্রভাবে ও একত্রে পালন করার কোন চেষ্টা দেখা যায় না—ঐ সময়েও কাজ চলিতে থাকে ও যাহার যখন সুবিধা তিনি তখন নামাজ আদায় করেন। কেহ কেহ বা নামাজ আদায় করেনই না। আমার মনে হয় ঐ সময় ঘণ্টা দেওয়া ও সকলকে অবহিত করা উচিত। ঐ আধ ঘণ্টা আফিস আদালতের কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে সুবিধা খুব বেশী। যাহাদের কাজ আছে তাঁহারা ঐ সময়ের পরে আফিস আদালতে নিজের কাজের খবর করিতে পারেন। আমি নিজে চাকুরিয়া, কিন্তু কাজের বেলায় যে যে অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াছি তাহার প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

নামাজের পরেই আমাদের চলা ফেরা ও পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বলা বাহুল্য ইহাতে আমি মোটেই কোন পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না—কেবল দেখিতেছি কোন কোন স্থলে "জিন্নাহ-কেপ" "হ্যাটের" জায়গায়—অভিষিক্ত হইয়াছে—এখনও বিজাতীয় কোট পেণ্ট, টাই-কলার ও হ্যাটকে আমরা সম্মানের আসন দেই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আচকান পায়জামা পরিহিত ভদ্র-লোককে নেহায়েৎ গোবেচারা মনে করি। ইসলামের বিধান অনুসারে দাড়ী রাখা সুন্নত — কিন্তু অনেকেই হয়ত ব্যক্তিগত কারণে দাড়ী রাখেন না — তজ্জন্য নিজের লজ্জিত হওয়াই উচিত— কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একটা ঔদ্ধত্যের ভাব দেখানো ও দাড়ীওয়ালারা নেহায়েৎ বোকা এ ভাব প্রকাশ মোটেই সমুচিত নহে। কেহ কেহবা সময়ে অসময়ে গয়ের ইসলামী হাফ-পেণ্ট বা ধুতি পরিয়া নিজের Smartness ও উদার (?) মনোভাবের পরিচয় দান করেন। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক চেতনার উন্মেষ ও প্রতিবাদের সুর উঠা উচিত।

চলা ফেরায়ও অনেক অনৈসলামিক ভাব প্রকাশ পায়। গরমের দিনে অনেকেই টুপি মাথায় দেন না—কিন্তু শীতের দিনে উলঙ্গ মস্তকে যাওয়া মোটেই সমীচীন নহে। আবার এক নূতন ফ্যাশানও দেখিতে পাই আচকান পায়জামা পরিহিত ভদ্রলোক যাইতেছেন — বেশ লম্বা দাড়ীও আছে, কিন্তু মাথায় কোন টুপি নাই। ইহা যে কি ফ্যাশান ও এই ফ্যাশান কোথা হইতে আসিল তাহাও ভাবিয়া পাইনা। টুপিটা ব্যবহার না করাই যেন বাহাদুরী!

এ সম্বন্ধে আমাদের মেয়েদের কথাটাও খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। পাকিস্তান লাভের পর মেয়েদের নানাবিধ উন্নতির প্রচেষ্টা হইতেছে। তজ্জন্য P W N G মেয়েদের ন্যাশনাল গার্ড হওয়া বা Nurse নার্স হওয়া দরকার। তজ্জন্য যে সব পোষাক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও আব্রু রক্ষা কারক ও শরিয়তের বিধান মতে জায়েজ। কিন্তু কোন কোন স্থানে দেখা যায় প্রায়ই ২৪ জন মেয়েলোক, যাহারা নিজেদের উচ্চশিক্ষিতা ও প্রগতিশীলা বলিয়া মনে মনে একটা অহমিকা ধারণ করেন,— আহুত বা অনাহুত ভাবে পুরুষদের সভায় বা ক্রীড়ানুষ্ঠানে গিয়া উপস্থিত হন ও নিজেদের উপস্থিতি জাহির করেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভানেত্রীর কাজ করান হয় — যেন ইহা পুরুষদের দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না — বা পুরুষদের যোগ্যতার অভাব। আমি আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ও আলেম ওলামাকে প্রশ্ন করিব — ইহা কি ইসলামী শরা' মতে জায়েজ? এ সব ক্ষেত্রে যদি কোন পরহেজগার মুসলমান ইত্যাকার উৎপাতের প্রতি নিজের অসন্তুষ্টি বা বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করেন, তবে কি তাঁহার ইত্যাকার আচরণ সমর্থনের যোগ্য নহে? আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি আমার শ্রীহট্টের জনৈক হাজী এম, এল, এ সাহেব কোন চা-পার্টিতে লাট পত্নীর প্রসারিত করমর্দ্দন করিতে অস্বীকার করেন ও নাজায়েজ বলিয়া নিজের কৈফিয়ৎ দেন।

থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি ইসলামের বিধান মতে নাজায়েজ। সিনেমাতে যাইতে পয়সাও খরচ হয় — আবার প্রায় সিনেমাই ঠিক মগরিবের ওয়াক্তে আরম্ভ হয়। যাহারা সিনেমা নামাজের পর আরম্ভ করেন — তাহারাও তাহার পূর্ব্ব হইতে Amplifier সহযোগে, ঠিক নামাজের সময় নানা রকম গান গাহিয়া থাকেন — তাহার কতক গান হয়তো রাষ্ট্রের গানও হইতে পারে- কিন্তু অধিকাংশই অত্যন্ত তরল হাস্য গান। এ সবের কি কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আরও একটা জিনিষের প্রতি আমি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। থিয়েটার নাজায়েজ। কিন্তু যাহারা অদৃষ্ট-চক্রে চাকুরী উপলক্ষে সমাজের উচ্চস্তরে বিচরণ করিতেছেন— তাহাদের খেয়াল হইল নাটক অভিনয় করিবেন — ইহাতে সরকারী সাহায্য বা সহানুভূতি পাওয়া দরকার— ও সেই অজুহাতে সিদ্ধ করা দরকার। তাই তাহারা ঘোষণা করিলেন অমুক জনহিতকর অনুষ্ঠানে—তমুক অনুষ্ঠানে, লভ্যার্থ (অবশ্য খরচ বাদে) দেওয়া হইবে। ব্যস—আর যায় কোথা—টিকেট ছাপা হইয়া গেল—চেলা চামুণ্ডারা নিজ নিজ এলাকায় টিকেট লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কার সাধ্য টিকেট না কেনেন? যদি কোন পরহেজগার মুসলমান এই টিকেট কিনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তিনি চাকুরিয়া হইলে রাজরোষে ভস্মীভূত হইবেন—আর যদি তিনি চাকুরিয়া

www.ahlehadeethbd.org

সম্প্রদায়ের বাহিরে হন, তবে তাহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হইবে। তিনি সকল রকম সুবিধা হইতে বঞ্চিত তো হইবেনই—বরং তাহার ন্যায্য যাহা পাওনা তাহাও পাইবেন না। অথচ মজা এই—কেহ কি জিজ্ঞাসা করেন—কত টাকার টিকেট বিক্রী হইল, কত খরচ হইল ও ফাণ্ডে কতই বা জমা দেওয়া গেল? কয়েক দিন পূর্ব্বে পাবনা সহরের কোন শিল্প-অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় যে, অনুষ্ঠানের খরচই কুলাইতেছে না। অবান্তর হইলেও লেখককে স্বীকার করিতে হইয়াছে—যে এক বার ছাত্র জীবনে এই লেখককে এই সব অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল—সে ১৯২২ ইংরাজীতে। লেখকের চেষ্টায় তৎকালীন 'মুসলিম হলে' থিয়েটারের অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আর একবার বছর চারেক আগে স্থানান্তরে এই অবস্থায় লেখককে পড়িতে হয়—তখন অসুবিধা অনেক বেশী, লেখক তখন চাকুরিয়া ও অনুষ্ঠানের পিছনে সরকারী সহানুভূতি ও নির্দ্দেশও ছিল। লেখক ব্যক্তিগত অসুস্থতার দোহাই দিয়া তাহা হইতে রেহাই পান—কিন্তু খবর পান সামান্য বেতন ভোগী পিয়ন ও পেয়াদাকে (যাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুস্তাকী মুছলমান ছিল) সেই সব টিকেট কিনিতে হয়। আমার পাঠকদের অবগতির জন্য জানাইতে চাই যে উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারী ইহার পিছনে ছিলেন ও—একজনও অমুসলমানের কোন হাত ইহাতে ছিল না।

আমি মূর্খ, বিশেষতঃ সামান্য ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিলেও নিজের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলামী কেতাব—কোরাণ ও হাদিছের জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উপরি-উল্লিখিত বিষয় নিজে যে ভাবে অনুভব করিয়াছি—বর্ণনা করিলাম—আমার উক্তিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকিলে তাহার ভ্রান্তি নিরসন আহ্বান করিতেছি।

উপসংহারে উপরে যে সব বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে—সবই আমার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে। এখন আমাদের প্রতিবেশী সংখ্যা-লঘু হিন্দু সমাজের প্রতি আমাদের আচরণের দু' একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমরা আমাদের ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব—তাঁহারাও তাঁহাদের ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহারা যদি আমাদিগকে তাঁহাদের কোন অনুষ্ঠানে আহ্বান করেন—তাহা হইলে যদি আমাদের ধর্ম্মে না বাধে তবে তাহাতে উপস্থিত হইব—পরন্তু এমন কাজ করিব না, যাহা আমার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। সাদা কথায় যদি কেহ পূজাবাড়ীতে যাই—তবে তাঁহাদের সৌজন্যে আপ্যায়িত হইব—কিন্তু প্রতিমাকে নমস্কার বা দণ্ডবৎ করিব না—অপিচ কোন রকম বিদ্বেষ ভাবও দেখাইব না। হিন্দু ভাইদেরও আমরা আমাদের দাওয়াৎ জিয়াফতে আহ্বান করিব ও যদি তাহাদের কোন আপত্তি না থাকে তবে তাহাদিগকে খানা খাওয়াইব। কিন্তু এই খাওয়া দাওয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট মৌলুদ মহ্‌ফিলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা ভাষায় (অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য ভাষায়) আমাদের ধর্ম্মালোচনা করিব ও তাঁহারা ইচ্ছা না থাকিলেও নির্ব্বাক শ্রোতা হইয়া বসিয়া থাকিবেন অধিকন্তু কিয়ামের সময় উঠিয়া দাঁড়াইবেন—ইহা কি এক প্রকার অত্যাচার নহে? এক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি প্রায় দুই শত মুসলমানের মধ্যে 'হংস মধ্যে বক' যথা এক হিন্দু ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। ঘটনা ক্রমে ঐ মিলাদ মহ্‌ফিল ৩ ঘণ্টা ব্যাপী হইয়াছিল। আমার বক্তব্য, যে ক্ষেত্রে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত অন্য ধর্ম্মীয় ব্যক্তিগণকে কেবল আহারে আহ্বান করি সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে যেন কেবল ঐ আহারের সময়ই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেই। ইত্যাকার অনুষ্ঠান এই সহরে আসিবার পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখি নাই। নিজের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি যে শ্রদ্ধা আছে—অন্যের সুবিধার প্রতিও আমাদের তদ্রূপ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়—ইহাই প্রকৃত তাহজীব ও কৃষ্টির নিদর্শন।

———•:)*(:•———

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ সম্বন্ধে অভিমত।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকারের পূর্ত্ত ও যোগাযোগ সচিব মাননীয় জনাব মওলবী হাছান আলি ছাহেব এম, এ- বি, এল বলেন ঃ—

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته —

শ্রদ্ধাভাজন জনাব মাওলানা ছাহেব,

আপনার নব প্রকাশিত "তর্জুমানুল হাদিছ" পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পাইয়া সাতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছি। পাকিস্তানে ইছলামের পুনরভ্যুদয়ের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে এই ধরণের মুছলিম-সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। "সত্যাগ্রহী" সম্পাদনার বহুকাল পরে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অপরাপর প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া আপনি যে আবার এই প্রকারের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন, সে জন্য আপনাকে অশেষ মোবারকবাদ জানাইতেছি এবং "তর্জুমানুল হাদিছ্" কে অভিনন্দিত করিতেছি।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবে আমাদের "রাষ্ট্রনীতি কোরান ও সুন্নাহ্ (শরিয়ৎ) মোতাবেক হইবে"—গৃহীত হইয়াছে। দুনিয়ার আধুনিক পরিবেশে আমাদিগকে অনেক কিছু বেদায়াতে-হাছনাহ্ (মঙ্গলকর নূতনতা) সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে গ্রহণ করিতে হইবে- এ ক্ষেত্রে Rational decision অর্থাৎ "ইজ্‌তেহাদই" হইবে আমাদের আলোক বর্ত্তিকা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে Free thinking বা স্বাধীন চিন্তার প্রবৃত্তিও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। আরবী ভাষা জানি বা না জানি, কথায় কথায় কোরান্ পাকের আয়াৎ ও হাদিছ্ শরীফের বর্ণনা সম্বন্ধে মনগড়া ব্যাখ্যা করিতে আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগি; অথচ এরূপ "ইজ্‌তেহাদ্" যে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি "ইউরোপীয় মোর্শেদ-গণের" 'তকলিদের'ই অভিব্যক্তি মাত্র সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তথাকথিত আধুনিকতার অন্ধ-পূজা, ইছ্‌লামীয় পবিত্র কৃষ্টি সভ্যতার মূল ভিত্তি-ভূমি শরিয়ৎ বিষয়ে বিরাট অজ্ঞতা ও দুই শত বৎসরের গোলামি ইহার জন্য দায়ী। ওলামায়ে রাছেখ মহামতি এমাম মরহুমগণের সনিষ্ঠ তক্‌লিদ যদি আমরা করিতাম, তাহাতেও হতাশার কোন কারণ ছিলনা। কিন্তু আত্মঘাতী 'ফিরিঙ্গী তক্‌লিদের' 'জড়'-কর্ত্তন করিতে না পারিলে আমাদের মহান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমি মনে করি ইহার আমূল উচ্ছেদ সাধন কেবল মাত্র মোজাদ্দেদ-পাক আলফে ছাণী— রহঃ আঃ এর অনুরূপ 'জেদ্দ্' ও জেহাদের' সাধনার আবশ্যক।

বিশ্বস্ততম তফছির, ইছ্‌লামী অর্থ নীতির প্রাথমিক সূত্র প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মনে হইতেছে আপনার মূল্যবান পত্রিকা এই পথের অগ্রদূতের কাজ করিবে। আল্লাহর পাক্ দরবারে প্রার্থনা করি আপনার হায়াৎ দারাজ হউক্—কামনা ও সাধনা সার্থক হউক এবং "তর্জুমানুল হাদিছ" ইছলাম ও মুছলিমের খেদমতে দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হউক, আমিন! আমিন!

আপনার বিশ্বস্ত—

হাছান আলি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, ময়মনসিংহের অতিরিক্ত যিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর জনাব মওলবী মোহাম্মদ বর্‌কতুল্লাহ ছাহেব এম, এ- বি, এল লিখিয়াছেন :

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আছ্‌ছালামো আলায়কুম। বাদ আরজ, আপনার "তর্জুমানুল হাদিসের" প্রথম সংখ্যা পেয়ে একান্ত সরফরাজ হ'লাম। এজন্য বহুত বহুত শোক্‌রিয়া।

পত্রিকার Get up পরম সুন্দর হয়েছে—ভিতরের বিষয় বস্তুও তেমনি মনোরম। পাকিস্তানে এই প্রকার পত্রিকার দারুণ অভাব ছিল। আপনারা সেই অভাব দূর করনে সমাজের অশেষ উপকার হবে, এতে সন্দেহ নাই। গত দু'শো বছরে আমরা প্রকৃত ইসলাম হতে বহু দূরে সরে পড়েছি। এসলামী লুপ্ত চেতনা আজ আপনাদের এই জীবন-কাঠির স্পর্শে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক এই মোনাজাত করি আল্লা'র দরগায়।

হাদিস ও তফসীর পত্রিকার মূল বিষয়বস্তু হলেও উহাতে গল্প, উপাখ্যান ও ইসলামী ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি কিছু কিছু স্থান লাভ করলে, পত্রিকার বৈচিত্র রক্ষিত হবে এবং বিভিন্ন রুচির পাঠকের নিকট চিত্তাকর্ষক হবে। ইহাতে প্রচারেরও সহায়তা হবে। আমাদের দেশের পত্রিকা অনেক দেখা যায়, দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অর্থাভাবে ও সম্পাদকীয় শৈথিল্যে অকালে অন্তর্ধান করে। কিন্তু তর্জুমানুল হাদিসের সম্পাদনা যোগ্য হাতেই পড়েছে, তাই আশা করি আপনাদের পত্রিকার বেলায় তেমন দুর্দ্দিন খোদা দিবেন না, যদিও চতুর্দ্দিকে সমাজের আর্থিক দৈন্য সুস্পষ্ট। পরিশেষে আবার আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আরজ ইতি—

খাকছার—বর্‌কতুল্লাহ।
A. D. M. Mymensigh.

ادارية
সাময়িক প্রসঙ্গ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم –

একে একে নিভিছে দেউটি।

দুঃখ আর শোক যদি আকস্মিক ভাবে চারি দিক হইতে এক সঙ্গে মিলিয়া ক্রমাগত মানুষের হৃদয় কোঠায় হানা দিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে মানুষ শোকাকুল হওয়ার পরিবর্ত্তে দিশা হারা হইয়া যায়, সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুধু আপন অসহায় অবস্থার কথা ভাবিতে থাকে। কখনো-বা ভাবনার শক্তিও লোপ পায়। আমাদের অবস্থাও এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। বিগত এক মাস কাল হইতে মৃত্যুর বজ্র-কঠোর-হস্ত আমাদের আপন ও একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গকে আমাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ছিনিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৬ই অক্টোবর তারিখে আবার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও অধ্যাপক, দিল্লীর জামিআয়-রহ্‌মানিয়াহ ও দ্বারভাঙ্গা ছালাফিয়াহ মাদ্‌রাছার শায়খুল হাদিছ জনাব মওলানা মোহাম্মদ ইছহাক ছাহেব হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইন্‌তিকাল করেন এই দুঃসংবাদ বহু বিলম্বে আমাদের হস্তগত হয়, ইতোমধ্যে এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ আমরা অবগত হই যে, বেনারসের স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ, বহুগ্রন্থের প্রণেতা, বেনারস

www.ahlehadeethbd.org

ছহীদিয়া দারুল হাদিছের অধ্যক্ষ, খতিবুল-ইছলাম আল্লামা মোহাম্মদ আবুল কাছিম বেণারসী বিগত ২৫শে নভেম্বর তারিখে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সাড়ে বার টায় হঠাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাত্র আড়াই ঘণ্টা অসুস্থ থাকিয়া ত্রিষট্টি বৎসর বয়সে প্রাণ-নাথের হস্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। এই হৃদয়-বিদারক সংবাদের পরে পরেই জানা গেল যে বাঙ্গালার প্রবীণ আলিম, অক্লান্ত সমাজসেবী, পশ্চিম বাঙ্গালার আহ্‌লে-হাদিছগণের নেতা, প্রাক্তন কলিকাতা আন্‌জুমানে আহ্‌লে হাদিছের সেক্রেটারী হুগ্লী-বড়ম্বা নিবাসী জনাব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ ছাহেব কিছুকাল অসুস্থ থাকিয়া বিগত ১২ই ডিসেম্বর দিবাগত রাত্রি ৯টায় ইন্‌তি-কাল করিয়াছেন। উক্ত শোক-সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হইল যে, নিখিল পাকিস্তান জম্‌ঈ-য়তে উলামায়ে ইছলামের সভাপতি, দেওবন্দ মাদ্‌রাছার ভূতপূর্ব্ব শায়খুল হাদিছ, পাকিস্তান-গণপরিষদের সদস্য, উক্ত পরিষদের শরিআৎ কমি-টীর চেয়ারম্যান শায়খুল ইছলাম মওলানা শব্বির আহমদ উছ্‌মানি ভাওয়ালপুর স্টেটের এক সহরে ১৩ই ডিসেম্বরের অপরাহ্ণে ৬৩ বৎসর বয়সে হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। **ইন্‌না লিল্লাহে ওয়া ইন্‌না ইলায়হে রাজেউন।**

আমরা কি বলিয়া যে কাহাকে সান্ত্বনা দিব, ঠিক করিতে পারিতেছি না। ইন্দো-পাকিস্তানের আকাশ হইতে যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইয়া অজ্ঞাত রাজ্যে বিলীন হইয়া গেল, সেগুলি আর পুনরোদিত হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের অন্ত-র্দ্ধানের ফলে গোটা জাতির ভাগ্যাকাশ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্ম ও নীতির বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্ভিক্ষের ভিতর ইল্‌ম ও আমলের বাস্তব আদর্শের তিরোভাব জাতির সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সঙ্কট এবং বৃহত্তম মুছিবৎ। মরহুমগণ সকলকে ছাড়িয়া যে শ্রেষ্ঠতম সাহচর্য্য লাভের (رفاقت اعلى) সন্ধানে অনন্তের যাত্রী হইয়াছেন, সে সন্ধান ইন্‌শাআল্লাহ তাঁহাদের ব্যর্থ হইবে না; কারণ তাঁহাদের ইল্‌ম ও আমলের সাধনা বৃথা নয়:—

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا —

উলামায়ে উম্মতের মহাপ্রয়াণে, জাতীয় মুছি-বতের এই সঙ্কটজনক বিপর্য্যয়ে আসুন 'তর্জুমানের' পাঠক পাঠিকা ও শ্রোতৃবৃন্দ, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের তা'যিয়াৎ করি।

اللهم اجرنا فى مصيبتنا، واخلف لنا خيرا منهم، اللهم لاتحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم — اللهم اعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا —

করাচীর বিমান দুর্ঘটনা:—

উপরোক্ত মন্তব্য লিখিয়া শেষ করিতে না করিতে করাচীর মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা আমাদিগকে একে-বারেই হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছে। পাকিস্তান সরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত করাচীর ঐতিহাসিক অর্থ-নৈতিক বিশ্ব মুছ্‌লিম কন্‌ফারেন্সে যে সকল মহামান্য অতিথি যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মিছরের প্রতিনিধি শফিক আল খতিব, সিরিয়ার প্রতিনিধি ফয়েয দা'লতি, মরক্কোর প্রতিনিধি মোহাম্মদ বিনে আবুদ, আলজেরিয়ার প্রতিনিধি আলহামামি টিউনসের প্রতিনিধি হাবিব যমর এবং পাকিস্তানের দুই জন জেনারেল: মেজর জেনারেল ইফ্‌তিখার খান ও ব্রেগেডিয়র জেনারেল শেরখান, কাশ্‌মীর মন্ত্রী-সভার আণ্ডার সেক্রেটারী মোহাম্মদ নিয়ায ও কাশ্‌মীর পাব্‌লিক রিলেশন্‌সের ডিরেক্টর মুশ্‌তাক আহমদ, সিয়ালকোটের সেশন জজ মিঃ দিন-মোহাম্মদ এবং আরো কতিপয় বিশিষ্ট ইংরাজ, জার্ম্মান, পাকিস্তানি নর-নারী ও শিশু মোট ২১ জন যাত্রী ও চারিজন দেশী ও বিদেশী চালক বিগত ১৩ই ডিসেম্বরের রাত্রে করাচী হইতে মাত্র ৩৬ মাইল দূরে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। যাত্রী ও চালকদের মধ্যে এক জনো রক্ষা পান নাই এবং যে গিরি-সঙ্কটের ভিতর এই ব্যাপার ঘটি-য়াছে, তাহা এমনি দুরধিগম্য যে, সে স্থান নির্দ্দে-শিত করা ও তথায় উপস্থিত হওয়া সহজ সাধ্য

www.ahlehadeethbd.org

হয় নাই। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। জেনারেল শের খান মরহুম আসন্ন মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিশ্বস্ততা, কর্ত্তব্য-বোধ ও স্বজাতি-প্রেমের যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। কাশ্‌মীর সম্পর্কিত এমন প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি তাঁহার সঙ্গে ছিল যে, সে গুলি নষ্ট হইয়া গেলে পাকিস্তানকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইত, জেনারেল শেরখান নিশ্চিত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, সমস্ত দরকারী কাগজ পত্র চামড়ার ব্যাগে পুরিয়া বিমান হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জীবিত ভাবে না পাওয়া গেলেও তাঁহার নিক্ষিপ্ত দলিল গুলি পাওয়া গিয়াছে। সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য পরায়ণতার যথোপযুক্ত পুরস্কার দান করুন। আমিন।

উল্লিখিত রোমাঞ্চকর দুর্ঘটনার ভয়াবহতায় আমরা স্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। বারবার মনে প্রশ্ন জাগিতেছে কেন এইরূপ হইল? আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আমরা চঞ্চল হই নাই, কিন্তু যে ভাবে ও যে পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানের বিজয় অভিযানের আসন্ন মুহূর্ত্তে মহামূল্য প্রাণ গুলি বিধ্বস্ত হইল, তাহাতে বাস্তবিক আমাদের মন সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে যে, আমাদের জাতীয় জীবনের নবীন উদ্যম ও আয়োজনের ভিতর এমন কোন অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত আল্লাহ উল্লিখিত বিভীষিকার ভিতর দিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছেন।

ان فی هذه لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید –

তর্জুমান সম্পাদকের আবেদন।

তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, পনের বৎসরের অধিক কাল হইতে তর্জুমানুল-হাদিছের দীন সম্পাদক নিদারুণ অম্লপিত্ত রোগে কষ্ট পাইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে অস্ত্রোপচারের পর কিছুকালের জন্য বেদনার উপশম ঘটিয়াছিল কিন্তু বিগত চারিবৎসর হইতে নূতন ভাবে এবং তীব্রতররূপে উক্ত রোগের পুনরাক্রমণ হইয়াছে। তথাপি এই অবস্থার ভিতরেও এযাবৎ চলাফেরা ও লেখা পড়ার কাজ কিছু কিঞ্চিৎ করিয়া আসিতেছিলাম এবং সাধ্যতীত হইলেও মৃত্যুর পূর্ব্বে ইছলামের কিঞ্চিৎ খিদমৎ সম্পন্ন করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। বেদনা ও জ্বরে প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে ৩।৪ দিন ধরিয়া শয্যাশায়ী অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিলেও জম্‌ঈয়ত ও তর্জুমানের সেবা ভার অবৈতনিক ভাবে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই এবং সে অভিপ্রায়ের প্রতিরোধ করার মত শক্তিও কাহারো নাই। তর্জুমানুল হাদিছ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে পীড়ার প্রকোপ ও কষ্টের তীব্রতা চরমে উঠিয়াছে, নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহে ৩।৪ দিন ধরিয়া শয্যাশায়ী থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, সুস্থতা লাভ করার পূর্ব্বেই পুনরাক্রমণ ঘটিতেছে, ফলে একেবারে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছি, খাওয়া দাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, লেখা পড়ার কার্য্যে মনোনিবেশ করার সুযোগ ঘটিতেছে না। তর্জুমানকে যে ভাবে সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না। এ মাসে সাময়িক বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-প্রসঙ্গে লেখনী ধারণ করা সম্ভবপর হইলনা এবং বর্ত্তমান সংখ্যা অনেক বিলম্বে প্রকাশ করা হইতেছে কিন্তু অতঃপর যে আকারে উহা পাঠকবর্গের খিদ্‌মতে উপস্থিত হইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আল্লাহর পবিত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। এই কার্য্যে আমরা শুধু আল্লাহর অনুগ্রহকে সম্বল করিয়াই হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাঁহার মঙ্গলময় ইঙ্গিত ছাড়া আমাদের কিছুই সাধ্যায়ত্ত নয়। তর্জুমান ইন্‌শা আল্লাহ বন্ধ হইবে না কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার বৈশিষ্ট রক্ষা করা হয়তো সম্ভবপর হইবে

www.ahlehadeethbd.org

না। ইছ্‌লামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সুসাহিত্যিকের যে একান্ত অভাব, বর্ত্তমান সময়ে তাহাও বলা চলে না, তাঁহারা এ দিকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক টুকু মনোযোগী হইলে তর্জুমানের নিজস্বতাও সহজেই রক্ষা পাইতে পারে। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে তর্জুমানের দস্তরখানে যে 'নান নমকের' আয়োজন থাকিবে, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পরিশেষে এই হতভাগ্য দীন সেবকের জন্য সকল গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পরিচিত ও অপরিচিতের নিকট দোআ যাচ্ঞা করিতেছি।

শায়খুল মিল্লতে ওয়াদ্‌দিন আল্লামা মোহাম্মদ আবুল কাছেম মুহাদ্দেছ বেণারসীর মহাপ্রয়াণে—

(মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী)

(১)

কি হইল আজ,
পড়িল কি বাজ,
হতাশায় কাঁপে সকল প্রাণ।
নিভে গেল আলো,
আঁধার ছাইল,
চাঁদ লুকাইল, সূর্য্য ম্লান।

(২)

ভুলে গেছে আজি বুলবুলি গান।
থেমে গেছে সব কোকিলের তান।
কেন ঝ'রে গেল যত ফোটা ফুল?
বিরাণ হইল ফুল-বাগান!

(৩)

প'ড়ে এলো বেলা, কাফেলা একেলা
মরু-পথ-মাঝে যায় নাক চলা,
রাহবর সেও সাথ ছেড়ে দিল
মন্‌যেল কোথা! কোথায় স্থান!

(৪)

বিজন কুটীরে নিরাশা তিমিরে
মনোবল সেও গেছে ধীরে ধীরে
একটি দীপালী তাও নিভাইল,
আজলের ঝড়-বাণ।

(৫)

যে দীপ আখেরী আলো দান করি
উজালা রাখিল এ আঁধার পুরি
সেটিও নিভিল গুমরিয়া মরি
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ।

(৬)

আর বেণারসে তওহিদ-রসে—
কে ডুবাবে মন সেথা ব'সে ব'সে
হাদিছে-রছুল, কে শোনাবে আর
কোরানের সু বয়ান?

(৭)

আবুল কাছেম ইহলোকে নাই
চলিয়া গেছেন যেথা তাঁর ঠাঁই
এল্‌মে হাদিছ এতিম হইল
আহ্‌লে হাদিছ মুহ্‌মান।

(৮)

এখানে আমরা কাঁদি জার জার
ওখানে সাজায় জান্নাত দ্বার
আগাইয়া আসে ফুলমালা হাতে
হুরপরী গেলমান।

(৯)

"আবুল কাছেম আসিয়াছ?" বলি
করেন হুজুর নিজে কোলাকুলি
তার পরে তার হাত খানি ধরি
ফেরদৌছে লয়ে যান।

www.ahlehadeethbd.org

মুজ্‌তবা চরিতামৃত

[রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্মস্মৃতি উপলক্ষে সঙ্কলিত
ব্যক্তিগত জীবনের একপৃষ্ঠা]

রবিউল আউওয়াল, ১৩৬৯ হিঃ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) সর্ব্বাপেক্ষা ধৈর্য্যশীল (১), সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী (২), সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ (৩) ও সর্ব্বাপেক্ষা সংযমশীল (৪) ছিলেন, আপন নিষিদ্ধ সম্পর্কিতা, বিবাহিতা ও ক্রীতদাসী-ব্যতীত কোন পরনারীর হস্ত তাঁহার পবিত্র হস্ত দ্বারা কদাচ স্পৃষ্ট হয় নাই। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বদান্য ছিলেন (৫)। একটী রাত্রির জন্যও চারি আনা মূল্যের মুদ্রা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে জমা থাকিতে পারিত না। সর্ব্বস্ব দান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় রাত্রির আগমন হইলে অভাব গ্রস্তকে শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত বুঝাইয়া না দিয়া তিনি আপন বাস ভবনে প্রবেশ করিতেন না (৬)। আল্লাহ তাঁহাকে যে বিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আপন পরিবারবর্গের জন্য সম্বৎসরের সহজলব্ধ খোরাক যথা খেজুর ও যব রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই আল্লাহর পথে দান করিতেন (৭)। কাহারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতেন না (৮)। অনেক সময় তাঁহাকে আপন বাৎসরিক খাদ্য ভাণ্ডার প্রার্থনাকারীগণের জন্য মুক্ত করিতে হইত এবং বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পরিবার বর্গের খাদ্যে ঘাট্‌তি দেখা দিত (৯)।

জুতা ছিঁড়িয়া গেলে রছুলুল্লাহ (দঃ) আপন হস্তে মেরামৎ করিতেন, ছিন্ন কাপড় স্বয়ং সিলাই করিতেন, বাড়ীর কাজকর্ম্ম নিজেই সম্পাদন করিতেন (১০)। পরিবার বর্গের সহিত একত্রিত ভাবে মাংস কর্ত্তন করিতেন (১১)।

রছুলুল্লাহ (দঃ) সর্ব্বাপেক্ষা লাজুক ছিলেন, কাহারো মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতেন না (১২)।

রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বাধীন ও ক্রীতদাস সকলের নিমন্ত্রণ পালন করিতেন (১৩)। এক চুমুক দুগ্ধ অথবা শশকের ঠ্যাং এর এক টুকরা, যাহাই তাঁহাকে উপঢৌকন দেওয়া হইত, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন, উহাকে যথেষ্ট মনে করিতেন এবং আহার করিতেন কিন্তু ছদ্‌কা কদাচ গ্রহণ করিতেন না (১৪)। কাঙ্গাল ও ভিক্ষুকের সঙ্গে পথ চলিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না (১৫)। ব্যক্তিগত কারণে কখনো ক্রুদ্ধ হইতেন না (১৬)। সত্যকে সর্ব্বদা বলবৎ রাখিতেন। সাহায্যকারী ও সহচরগণের একান্ত অভাবের মধ্যেও শক্তি বাড়াইবার জন্য কোন মুশ্‌রিকের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না (১৭)। শত্রুগণের মধ্যে বিশিষ্ট সহচরকে নিহত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াও প্রমাণের অভাবে তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করেন নাই (১৮)। ক্ষুধায় কাতর হইয়া কখনো কখনো পেটে প্রস্তর-ফলক বাঁধিয়া রাখিতেন (১৯)। উপস্থিত যাহা পাইতেন তাহাই ভোজন করিতেন, কোন নিকৃষ্ট খাদ্য প্রত্যাখ্যান করিতেন না এবং যাহা হালাল, পরহেজ-গারী দেখাইবার জন্য তাহা বর্জ্জন করিতেন না, কেবল ভাজা গোশ্‌ত পাইলে তাহাই ভক্ষণ করিতেন, গম বা যবের শুষ্ক রুটী পাইলে তাহাই ভোজন করিতেন, শুধু মিষ্টি বা মধু প্রাপ্ত হইলে তাহাই খাইতেন, শুধু দুধ পাইলে তাহাই যথেষ্ট মনে করিতেন শুষ্ক বা ঝোল যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন,

(১) আবুশ্‌ শায়খ ও ইব্‌নে হিব্বান। (২) বুখারী ও ও মুছ্‌লিম। (৩) শামায়েলে তিরমিযি (৪) বুখারি-মুছ্‌লিম। (৫) বুখারী, মুছ্‌লিম ও তাবারানি। (৬) ছুননে আবুদাউদ। (৭) বুখারী-মুছ্‌লিম। (৮) বুখারী-দারমী। (৯) তিরমিযি-নাছায়ী-ইবনে মাজাহ। (১০) আহমদ, আবুশ্‌শায়খ ও বুখারী। (১১) আহমদ।

(১২) বুখারী মুছ্‌লিম। (১৩) তিরমিযি, ইবনে মাজা, হাকেম, বুখারী ও ইব্‌নে ছাআদ। (১৪) বুখারী-মুছ্‌লিম। (১৫) নাছায়ী ও হাকেম (১৬) শামায়েলে তিরমিযি। (১৭) মুছ্‌লিম। (১৮) বুখারী মুছ্‌লিম। (১৯) বুখারী মুছ্‌লিম।

www.ahlehadeethbd.org

বাসী ও বিস্বাদ তরকারী খাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না (২০)। ঠেস দিয়া বসিয়া বা টেবিলে খাইতেন না (২১-২২)। খাওয়ার পর পায়ের তলায় হাত মুছিতেন (২৩)। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিন দিন ধরিয়া কখনো গমের রুটী আহার করেন নাই (২৪)। ওলিমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন, রোগীর কাছে যাইতেন ও জানাজায় উপস্থিত হইতেন (২৫)। শত্রুদলের ভিতর বিনা প্রহরীতে একক-ভাবে চলাফেরা করিতেন (২৬)। সর্ব্বাপেক্ষা বিনয়ী ছিলেন, কখনো গৌরব প্রকাশ করিতেন না (২৭)।

রছুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্ট ও স্বল্প-ভাষী ছিলেন (২৮)। প্রশান্ত ও প্রফুল্ল বদন ছিলেন (২৯)। পার্থিব কোন ঘটনায় বিচলিত হইতেন না (৩০)।

সকল প্রকার বৈধ পোষাক ব্যবহার করিতেন, কখনো চোগা, কখনো ইয়ামানের মূল্যবান চাদর, কখনো কম্বলের জুব্বা সমস্তই পরিধান করিতেন (৩১)। রৌপ্যের অঙ্গুরীয় কখনো দক্ষিণ কখনো বাম অনামিকায় ধারণ করিতেন (৩২, ৩৩ ও ৩৪)। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার দাস অথবা যে কোন ব্যক্তি সওয়ারির পৃষ্ঠে উপবেশন করিতেন (৩৫)।

যখন যেরূপ জুটিত, সেইরূপ সওয়ারির পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, কখনো অশ্ব পৃষ্ঠে, কখনো উষ্ট্রের উপর, কখনো খচ্চরের উপর আর কখনো গর্দ্দভ পৃষ্ঠেও সওয়ার হইতেন। কখনো চাদর, উষ্ণীষ ও টুপী ছাড়াই পদব্রজে পথ চলিতেন (৩৬) এবং মদীনার শেষ প্রান্ত সীমায় রোগীর তত্ত্ব লইতে গমন করিতেন (৩৭)। সুগন্ধী ভালবাসিতেন ও দুর্গন্ধ বস্তুকে ঘৃণা করিতেন (৩৮)। দীন-দরিদ্র ব্যক্তিকে সমাদর করিয়া বসাইতেন ও ক্ষুধার্ত্তকে আহার করাইতেন (৩৮-৩৯)। গুণীব্যক্তির সম্মান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতেন (৪০)। আত্মীয় স্বজনগণের উপকার সাধন করিতেন (৪১)। কাহারো প্রতি অত্যাচার করিতেন না (৪২)। ত্রুটী স্বীকার করিলে তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইতেন (৪৩)।

রহস্যালাপও করিতেন কিন্তু সত্যের সীমা লঙ্ঘন করিতেন না (৪৪)। মৃদু হাস্য ব্যতীত কখনো অট্ট-হাস্য করিতেন না (৪৫)। বৈধ ক্রীড়া দর্শন করিতেন (৪৬)। আপন স্ত্রীর সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতেন (৪৭)। চড়াগলায় বা আপত্তিকর ভাষায় কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিলে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতেন (৪৮)। আপন দুগ্ধবতী পশুগুলি দোহন করিয়া তিনি স্বয়ং ও তাঁহার পরিবারবর্গ দুগ্ধপান করিতেন (৪৯)। তাঁহার দাসদাসীও ছিল কিন্তু খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদে তাহাদের ও তাঁহার নিজের মধ্যে কোন রূপ তারতম্য করিতেন না (৫০)। সহচর বৃন্দের বাগানে মাঝে মাঝে গমন করিতেন (৫১)।

কর্ম্মবিমুখ অবস্থায় থাকিতেন না—হয় আল্লাহর উপাসনায় অথবা আত্মশুদ্ধির সাধনায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন (৫২)। কোন অভাজন কে তাহার দারিদ্র বা অভাবের জন্য যেমন তাচ্ছিল্য করিতেন না তেমনি কোন সম্রাটকে তাহার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের জন্য ভয় করিতেন না, সকলের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে তুল্যরূপ দোআ করিতেন (৫৩)।

মোটের উপর আল্লাহ তাআলা সর্ব্বপ্রকার

(২০) মুছ্‌লিম, তিরমিযি ও ইব্‌নে মাজাহ। (২১) বুখারী ও আবু দাউদ। (২২) বুখারী। (২৩) ইব্‌নে মাজাহ। (২৪) বুখারী মুছ্‌লিম (২৫) তিরমিযি ইব্‌নে মাজা ও হাকেম। (২৬) তিরমিযি ও হাকেম। (২৭) নাছায়ী (২৮) বুখারী মুছ্‌লিম। (২৯) শামায়েল (৩০) আহ্‌মদ, বুখারী ও মুছ্‌লিম। (৩১) বুখারী, মুছ্‌লিম ও ইব্‌নে মাজাহ। (৩২-৩৩-৩৪) বুখারী মুছলিম। (৩৫) বুখারী মুছলিম। (৩৬) বুখারী মুছলিম। (৩৭) মুছলিম।

(৩৮) আবু দাউদ, নাছায়ী ও হাকেম। (৩৮-৩৯) বুখারী আবু দাউদ। (৪০) শামায়েল ও তাবারানি। (৪১) হাকেম। (৪২) আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাছায়ী। (৪৩) বুখারী-মুছলিম। (৪৪) আহমদ ও তিরমিযি। (৪৫) বুখারী মুছলিম। (৪৬) বুখারী মুছলিম। (৪৭) আবু দাউদ, নাছায়ী ও ইব্‌নে মাজা। (৪৮) বুখারী। (৪৯) বুখারী-মুছলিম-ইব্‌নে ছাআদ। (৫০) ইব্‌নে ছাআদ। (৫১) তিরমিযি। (৫২) তিরমিযি। (৫৩) বুখারী।

www.ahlehadeethbd.org

মহত্তম গুণ ও তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞান রছুলুল্লাহর (দঃ) মধ্যে সমাবেশিত করিয়াছিলেন অথচ তাঁহার অক্ষর পরিচয়ও ঘটে নাই, তিনি পড়িতে বা লিখিতে পারিতেন না, মূর্খতার দেশে এবং মরুকান্তারে অভাবের মধ্যদিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পশুপাল চারণ করিতেন, পিতৃ মাতৃহীন ও অনাথ ছিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে উন্নত জীবনের সকল শ্রেষ্ঠতম আদর্শ দ্বারা ভূষিত করেন, তাঁহাকে সৎ-পথের সন্ধান দেন এবং পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীগণের বিদ্যায় তাঁহাকে অলঙ্কৃত করেন, পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের সঙ্গে পার্থিব মঙ্গল ও শান্তি লাভের পথ তাঁর জন্য মুক্ত করিয়া দেন। আল্লাহ আমাদিগকে তাঁহার আদেশাবলী প্রতিপালন করার এবং তাঁহার চরিতামৃতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার শক্তি দান করুন—আমিন!

اللهم صل وسلم على محمد النبى الامى
وازواجه امهات المؤمنين و ذريته و اهل بيته
كما صليت وسلمت على ابراهيم انك حميد
مجيد —

সংবাদ চয়ন

(২১শে মোহর্‌রম হইতে ৩০শে ছফর পর্য্যন্ত)

২১শে মোহর্‌রম। অদ্য রাত্র ২॥০ ঘটিকায় ঢাকার চকবাজারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, ফলে সাড়ে চারিশত দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়, ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা; তদন্ত শুরু হইয়াছে। বেশ্যাবৃত্তি নিরোধ কল্পে খসড়াচুক্তি পর্য্যালোচনার জন্য বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১০টি দেশ লইয়া একটি সাব কমিটী গঠন করিয়াছে। পাকিস্তান অন্যতম মেম্বর মনোনিত হইয়াছে।

২২। অদ্য পূর্ব্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শুরু হইয়াছে। স্পেশাল কমিটী কর্ত্তৃক সংশোধিত জমিদারী উচ্ছেদ আইনের খসড়া, মৎস্য প্রতিপালন ও সংরক্ষণ আইনের খসড়া সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট এবং স্বল্প মেয়াদী অন্য ৬টি বিল পরিষদে উপস্থাপিত হয়।

২৩। অদ্য সকাল ৮টায় আম্বালা সেন্ট্রাল জেলে গান্ধী হন্তা নাথুরাম গড্‌সে ও নারায়ণ আপ্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ইরাণের শাহ রেজা মোহাম্মদ পাহ্‌লবী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ছফরের উদ্দেশ্যে অদ্য তেহরাণ হইতে বিমানযোগে ওয়াশিংটন যাত্রা করিয়াছেন।

২৪। অদ্য সকালে রাজকীয় ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুইখানি বিমান কলিকাতায় মহড়া প্রদর্শন কালে ভূপতিত হওয়ার ফলে বিমান চালক সহ ১৫ব্যক্তি নিহত ও ২৬জন আহত হইয়াছে।

২৫। যাকাত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ফেডারেল ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র সাব-কমিটী একটি স্পেশাল কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। অদ্য করাচীতে যাকাত সম্পর্কে কমিটীর বৈঠক বসে।

২৬। জানা গিয়াছে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন-কল্পে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার বড় অংশ আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে কার্য্যকরী করা হইবে। ফলে মাল খালাসের ক্ষমতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ৩ বৎসর সময় লাগিবে এবং ১৫কোটী টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে পাট চালান দেওয়ার সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দূরিভূত হইবে এবং চট্টগ্রাম এসিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হইবে।

২৭। বিলাতের মানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশ তিব্বত সীমান্তের চিংহায় এলাকায় চীনা কমুউনিষ্টগণ তিব্বতী কমিউনিষ্ট বাহিনীকে শিক্ষাদান করিতেছে এবং তিব্বতে জটিল কূটনৈতিক কার্য্যাদি চলিতেছে। তিব্বত কমুউনিষ্ট অধিকারে চলিয়া গেলে ভারতে কমুউনিষ্ট আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৮। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক ক্ষমতা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছ্‌লামি আবেহায়াতের পয়গাম

বঙ্গাসামের দ্বারে দ্বারে

পৌছাইবার দায়িত্ব নিয়াছে

"তর্জুমানুল হাদিছ"

হাজার হাজার পাঠকের ঘরে ঘরে আপনার ব্যবসায়ের পয়গাম আপনিও পৌছাইতে পারেন তর্জুমানের মধ্যস্থতায়।

এমছাক পীল ঃ—

যে কোন কারণেই ধাতুদৌর্ব্বল্য বা পুরষত্বহানি হউক না কেন ইহা সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা।

জানানা শাফা ঃ—

বাধক, বন্ধ্যাত্ব, প্রদর প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রী ব্যাধিতে শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূল্য ৭৲ টাকা মাত্র।

মুগাল্লেজ ঃ—

তরল শুক্র গাঢ় করিতে ও অল্প সময়ে রেতঃ পাত বন্ধ করিতে উৎকৃষ্ট মহৌষধ। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

হাকিম—আবুল বাশার।

পাবনা বাজার, (পাবনা)।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহা॥

(মাসিক)

আহ্লে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক ঃ-মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী—

১। তর্জুমানুলহাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০, ভি, পিতে ৬৸০।

৩। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে এবং রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৬। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৭।

কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা	মাসিক	১০০্
" " " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	"	৬০্
" " " পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ	"	৩৫্
" চতুর্থ পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৫্
" " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	"	৭০্
" " " একচতুর্থাংশ	"	৪০্
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	৬৪্
" এক কলাম	"	৩৫্
" অর্দ্ধ "	"	২০্
" প্রতি বর্গ ইঞ্চি	"	২৷৷০

৮। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

৯। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১০। তর্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১১। তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৪। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওযিফা দেওয়া হইবে।

১৫। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৬। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

ম্যানেজার,

আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

আল্ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েক খানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী প্রণীত

১। বাঙ্গলা ভাষায় কোর্আনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোর্আনি ব্যাখ্যা। ইছলামি আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কৃত—

মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবুরের মছনুন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

—০ঃ০—

Printed & Published by M. A. Kafi [illegible] Al-Hadeeth Printing and Publishing House from [illegible] of All Bengal & Assam Jamiati Ahli Hadeeth, Pabna, Pak Bengal.

www.ahlehadeethbd.org